বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮ - ২০১৯

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

PROSHIKA–A Centre for Human Develolment

সম্পাদনা পরিষদ
সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী
সিরাজুল হক, পরিচালক
শিবু কান্তি দাশ, উপ-পরিচালক
মোঃ নূরুল ইসলাম রেণু , উপ-পরিচালক
ও
মোঃ আহাদ উল্লাহ, সহকারী পরিচালক

আইটি সাপোর্ট
মোঃ ইদ্রিস হোসেন
আইটি ম্যানেজার (ডকুমেন্টেশন)
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ

প্রকাশক
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

বর্তমান প্রধান কার্যালয়
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মুঠোফোন : +৮৮০ ১৮৮৮০০০২৮৫- ৬
ওয়েব : www.proshikabd.com
ই-মেইল : proshika.muk.acfhd@gmail.com
pmuk@proshikabd.com

অভীষ্ট লক্ষ্য (Vision)

প্রশিকা এমন একটি সমাজ চায়, যা হবে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল ও টেকসই, সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশগতভাবে নির্মল এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক।

ব্রত (Mission)

দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি নিবিড়, সম্প্রসারিত, অংশগ্রহণমূলক এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করাই প্রশিকার মূল ব্রত।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- দারিদ্র্য বিমোচন
- সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন
- নারীর অবস্থার উন্নয়ন
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং
- গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

জেনারেল বডির বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৯

পঞ্চবার্ষিকীর প্রথম বর্ষের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কর্মশালা (২০১৮-২০১৯)

অ্যাডভোকেট এম. এ. ওয়াদুদ
চেয়ারম্যান, গভার্নিং বডি

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি অবগত যে, প্রশিকার বর্তমান ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গতিশীলভাবে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিকা বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে অর্থবছরের অর্জনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে যা একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকা দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

প্রশিকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকমন্ডলী প্রশিকার উন্নয়ন, দর্শন, নীতিমালা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টার ক্ষমতার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তাদের সক্রিয় উদ্যোগের ফলে প্রশিকার কার্যক্রমের পরিসর প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যক দরিদ্র নারী ও পুরুষদের উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

এ অর্থবছরে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার অন্যতম গুণক (ফ্যাক্টর) হচ্ছে প্রশিকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের নিরলস পরিশ্রম, প্রশিকার উন্নয়ন নীতির প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ও আন্তরিকতা।

উন্নয়ন একটি যৌথ প্রয়াস। আর্থিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রশিকা যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয়।

একই সাথে উন্নয়নকে একটি স্থায়ীত্বশীল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রশিকার কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিগত অর্থবছরে প্রশিকা যে সাফল্য অর্জন করেছে তা জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও অবদান হিসাবে যুক্ত হবে।

আমার প্রত্যাশা প্রশিকা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করুক। কর্মীদের মনোবল অটুট থাকুক এবং উন্নয়ন আদর্শকে চেতনায় ধারণ করে উন্নত সমাজ গঠনে আরও অধিক মাত্রায় ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি প্রশিকার উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। যারা এ প্রতিবেদন প্রণয়নে যুক্ত ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

সিরাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী

প্রধান নির্বাহীর শুভেচ্ছা বক্তব্য

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বিগত অর্থবছরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ অর্থবছরের পরিকল্পনার শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরগুলোর অর্জনের তুলনায় এ অর্থবছরের অর্জন অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

প্রশিকার সর্বস্তরের কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের আন্তরিক প্রয়াস, সাংগঠনিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ, কার্যকর যোগাযোগ, উপকারভোগী সংগঠিত দলীয় সদস্যদের চাহিদা বিবেচনায় নেয়া ও পরামর্শ, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক ও বিভাগ প্রধানদের ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এবং অঙ্গীকার প্রশিকার কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও যুগোপযোগী নীতিমালা তৈরি, ক্ষেত্র বিশেষে সংশোধন এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া কর্মসূচি বাস্তবায়নে জোড়ালো ভূমিকা রেখেছে।

প্রশিকার কার্যক্রমের প্রতি দলীয় সদস্যদের অটুট বিশ্বাস ও তাদের কর্মদক্ষতা এবং আস্থা কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে বরাবরের মতো অবদান রেখেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কর্মএলাকা সম্প্রসারণ এবং নতুন মাঠ কর্মী নিয়োগ। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিকার সাংগঠনিক পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রশিকার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাদের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে যা প্রশিকার দারিদ্র্য বিমোচন নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, এ অর্থবছরের সাফল্যের পেছনে প্রশিকার কর্মী, ব্যবস্থাপকদের ভূমিকার পাশাপাশি প্রশিকার নির্বাহী পরিষদ তথা গভার্নিং বডি ও জেনারেল বডির সক্রিয় এবং কার্যকর পরামর্শ ও পরিচালনা নীতিও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরের সহযোগিতা আমাদেরকে সাহস যুগিয়েছে।

এ অর্থবছরে প্রশিকার বার্ষিক পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনে যারা পরিশ্রম করাসহ সমস্যা সমাধানে কার্যকর পরামর্শ প্রদান করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি যে, সাংগঠনিক বিষয়ে প্রশিকার সর্বস্তরের কর্মী, ব্যবস্থাপকগণ প্রশিকার নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করবেন। প্রশিকা দারিদ্র্য বিমোচনে তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আগামীতে আরও বেশি মনোযোগী ও আন্তরিক হবেন। প্রশিকার ঘোষিত উন্নয়ন দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ যে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে কাজ করছেন তা অব্যাহত রাখবেন।

প্রশিকার সাফল্যের অংশীদার সবাইকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এ ধারা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আমরা ইতোমধ্যে প্রণীত প্রশিকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৮-২০২৩) পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়নে সক্ষম হবো।

গভার্নিং বডি (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০২১)

১.	অ্যাডভোকেট এম.এ. ওয়াদুদ	চেয়ারম্যান
২.	মিজ রোকেয়া ইসলাম	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩.	জনাব জহিরুল ইসলাম	কোষাধ্যক্ষ
৪.	মিজ রফিকা আক্তার	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী মিয়া	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ আবুল বাশার	সদস্য ও
৮.	জনাব সিরাজুল ইসলাম	সচিব ও প্রধান নির্বাহী

জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১. অ্যাডভোকেট এম.এ. ওয়াদুদ
২. মিজ রোকেয়া ইসলাম
৩. জনাব জহিরুল ইসলাম
৪. মিজ আলেয়া বিশ্বাস
৫. জনাব মোঃ আসলাম উদ্দিন
৬. জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী মিয়া
৭. জনাব মোঃ আবুল বাশার
৮. জনাব আব্দুল মতিন
৯. অ্যাডভোকেট মোঃ নুরুল ইসলাম মাতুব্বর
১০. মিজ রফিকা আক্তার
১১. জনাব মোঃ আবদুল খালেক তালুকদার
১২. জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম
১৩. মিজ গুলশান আরা বেগম
১৪. অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কাশেম
১৫. মিজ রেনুকা বিশ্বাস
১৬. মিজ হামিদা বেগম
১৭. মিজ বেলা ভক্ত
১৮. জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ
১৯. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ও
২০. মিজ মঞ্জুয়ারা বেগম

সূচিপত্র

এক নজরে প্রশিকা ---------- ৭
১. সংগঠন বিনির্মাণ ---------- ৮
১.১. কর্মএলাকা সম্প্রসারণ ---------- ৮
২. আর্থিক সেবা কর্মসূচি ---------- ৮
২.১ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ---------- ৮
২.২ সঞ্চয় কার্যক্রম ---------- ১২
২.৩ আর্থিক সেবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিলের ব্যবহার ---------- ১৩
২.৪ ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ উন্নয়ন ---------- ১৩
৩. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি ---------- ১৫
৩.১ মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ---------- ১৫
৩.২ প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন ---------- ১৫
৩.৩ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণ ---------- ১৫
৩.৪ সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা ---------- ১৬
৩.৫ পরিবেশসম্মত কৃষি ---------- ১৬
৩.৬ মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ---------- ১৬
৩.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ---------- ১৭
৩.৮ ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রশিকা ---------- ১৮
৩.৯ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন ---------- ১৮
৩.১০ গণসংস্কৃতি ---------- ১৯
৪. আয়মূলক প্রকল্পসমূহ ---------- ২০
৪.১ মধু উৎপাদন ও বিপণন ---------- ২০
৪.২ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ ---------- ২০
৪.৩ প্রশিকার সম্পদ ব্যবস্থাপনা ---------- ২০
৪.৩.১ সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর ---------- ২০
৪.৩.২ কার্প হ্যাচারী, রংপুর ---------- ২১
৪.৩.৩ সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ---------- ২১
৪.৪ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জমি ব্যবস্থাপনা ---------- ২১
৫. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক বিভাগসমূহ ---------- ২২
৫.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ ---------- ২২
৫.২ মানবসম্পদ বিভাগ ---------- ২২
৫.৩ সাধারণ প্রশাসন বিভাগ ---------- ২২
৫.৪ নিরীক্ষা ও মনিটরিং বিভাগ (অভ্যন্তরীণ) ---------- ২৩
৫.৫ হিসাব, অর্থ ও এফএসডি বিভাগ ---------- ২৩
৬. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত সাংগঠনিক ও অন্যান্য কর্মকান্ড ---------- ২৪
৬.১ বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন (২০১৮-২০১৯) ---------- ২৪
৬.২ অডিট সম্পন্নকরণ (২০১৮-২০১৯) ---------- ২৪
৬.৩ গভার্নিং বডি ও জেনারেল বডির সভা আয়োজন ---------- ২৪
৭. উপসংহার ---------- ২৪
৮. সংযুক্তি ---------- ২৫
৮.১ মানচিত্রে প্রশিকার উন্নয়ন এলাকা ---------- ২৫
৮.২ উন্নয়ন এলাকার তালিকা (জুন ২০১৯) ---------- ২৬
৮.৩ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা ---------- ৩৩
৮.৪ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ ---------- ৩৫
৮.৫ অডিট রিপোর্ট (২০১৮-২০১৯) ---------- ৩৬

এক নজরে প্রশিকা

(জুন ৩০, ২০১৯)

সংগঠনের নাম	:	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
প্রতিষ্ঠাকাল	:	১৯৭৬ সাল
বর্তমান ঠিকানা	:	বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং : ২১৩-২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা) জনতা হাউজিং, শাহআলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য	:	

১। জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিবন্ধন নং : $\frac{\text{S-563}}{23}$
নিবন্ধনের তারিখ : ০১.১০.১৯৭৬

২। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিবন্ধন নং : ১৪৯
তারিখ : ০৬.০৭.১৯৮৩

৩। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)
বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
সনদ নং : ০০১৫২-০৩-১৩৫-০০৬০০
তারিখ : ১০.১০.২০১১

৪। জাতীয় বীজ বোর্ড/বীজ উইং, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেজিঃ নং : SW / MoA / 31120
তারিখ : ৩০.১০.২০১৮

৫। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা) কর্তৃক নিবন্ধন
নিবন্ধন নং : ডি এন সি-০২
তারিখ : ২৩.১০.২০১৯

কর্মএলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
উন্নয়ন এলাকা	:	৮৯টি
শাখা কার্যালয়	:	১৬০টি
উপজেলা	:	১০১টি
জেলা	:	২৯টি
সমিতির সংখ্যা	:	১৬,৬৭৯টি (নারী ১২,৪৭৫, পুরুষ ৪,২০৪)
সমিতির সদস্য সংখ্যা	:	২,৮৩,০৮৩ জন (নারী ২,০৮,৮২৫ জন, পুরুষ ৭৪,২৫৮ জন)
ঋণ বিতরণ	:	৬,১৫২.২০ কোটি টাকা প্রায়
মোট ঋণ স্থিতি	:	২৬১.৩৩ কোটি টাকা
সদস্যদের মোট সঞ্চয় স্থিতি	:	২৫৯.৯৮ কোটি টাকা
আয়	:	৫০.৫৫ কোটি টাকা
ব্যয়	:	৫১.০২ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয় কর্মীর সংখ্যা	:	১১২ জন (নারী ৯, পুরুষ ১০৩,)
উন্নয়ন এলাকার কর্মীর সংখ্যা	:	১১৪৮ জন (নারী ৪৭১, পুরুষ ৬৭৭)
মোট কর্মী	:	১২৬০ জন (নারী ৪৮০, পুরুষ ৭৮০)

১. সংগঠন বিনির্মাণ

প্রশিকা দেশের গ্রামীণ ও নগর দরিদ্রদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। উল্লেখ্য যে, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করে তাদের সংগঠন গড়ে তোলা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ, সমাধানের উপায় নির্ণয়, সংগঠন পরিচালনা ও নেতৃত্বের বিকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংগঠনের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এ প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে প্রশিকা সারাদেশে নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা সংগঠন গড়ে তুলেছে। ২০১৮-২০১৯ অবধি প্রশিকা সংগঠিত মোট সমিতির সংখ্যা ১৬,৬৭৯। তার মধ্যে পুরুষ সমিতি ৪,২০৪ টি এবং নারী সমিতি ১২,৪৭৫টি। পুরুষ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭৪,২৫৮ জন এবং নারী সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,৮৩,০৮৩ জন। সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ২,০৮.৮২৫ জন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১,৮৪,৮৩৯ জন নারী ও পুরুষ সদস্য প্রশিকা থেকে বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্রমের জন্য ৪২৯ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ঋণ সহায়তা নিয়েছেন।

কর্মএলাকা সম্প্রসারণ

প্রশিকার কাজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এলাকা সম্প্রসারণ অবধারিত হয়ে উঠেছে। বিগত অর্থবছরে মোট উন্নয়ন এলাকা ছিল ৭৪টি এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরও ১৫টি নতুন উন্নয়ন এলাকা গঠন করা হয়েছে। এলাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সংখ্যা হয়েছে ৮৯টি। উল্লেখ্য যে, এগুলো বিদ্যমান উন্নয়ন এলাকাগুলোকে ভাগ করে গঠন করা হয়েছে। এই উন্নয়ন এলাকাগুলো ২৯টি জেলার ১০১টি উপজেলায় অবস্থিত।

২. আর্থিক সেবা কর্মসূচি

আর্থিক সেবা প্রশিকার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচির মোট ৬টি কার্যক্রম রয়েছে। সবগুলো কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ ও নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন সাধন। সুনির্দিষ্টভাবে বললে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্ম-সংস্থান তৈরি, ব্যবসার প্রসার, সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষি ও অকৃষি খাতের উন্নয়ন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

আর্থিক সেবা কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম (নিয়মিত), অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম, মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম এবং বিশেষ সঞ্চয় স্কীম।

২.১ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

প্রশিকার বর্তমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সাধারণতঃ উৎপাদনশীল কাজের ক্ষেত্রেই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন- হাঁস-মুরগি ও পশু প্রতিপালন, কৃষি উৎপাদন, সবজি উৎপাদন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, জৈব সার তৈরি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা। এছাড়াও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদান পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ কর্মসূচির ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন কম্পোনেন্টের (উপাদান) লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত কর্মশালার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ অর্থবছরে উন্নয়ন এলাকার মাঠ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার কারণে প্রায় সকল কম্পোনেন্টে ১০০%-এর উপরে অর্জন সম্ভব হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পরিকল্পনা ও অর্জন চিত্র

ক্রমিক	বিবরণ	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
১.	সক্রিয় সদস্য	১,৯৪,২০৪	২,০০,২৩১	১০৩%
২.	এলাকা সম্প্রসারণ	১০	১৩	১৩০%
৩.	শাখা সম্প্রসারণ	১৬০	১৬০	১০০%
৪.	ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা)	২০৫.২১	২৬১.৩৩	১২৭%
৫.	ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৩৪৯.৫৭	৪২৯.৯৬	১২৩%
৬.	সঞ্চয় আদায় (কোটি টাকা)	১০৫.১০	১৩২.৯৩	১২৫%
৭.	আয় (কোটি টাকা)	৬০.০১	৫০.৫৫	৮৪%
৮.	ব্যয় (কোটি টাকা)	৫১.০৪	৫১.০২	১০০%

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট প্রভাব-

এলাচী হালদারের জীবনযুদ্ধের কাহিনী

এলাচী হালদারের বয়স ৫০। স্বামী বীরবল হালদার। বাড়ি গোবিন্দপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে এবং স্বামী নিয়ে তার সংসার।

অর্গানিক মুড়ি তৈরির প্রক্রিয়া, দোহার

এলাচী হালদারের স্বামী মৎস্যজীবী। মাছ ধরেন ইছামতি নদীতে। কিন্তু নদীতে ইদানীং মাছ কম। যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যায় তা বিক্রি করে সংসার চালানো সম্ভব হয় না। সন্তানদের ভরণপোষণসহ প্রাত্যাহিক জীবন পরিচালনা কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কি করে সংসার চলবে, খাবে, পড়বে এমন ভেবে এলাচী অস্থির হয়ে পড়েন। এসব ভাবতে ভাবতে এলাচীর মাথায় আসলো কিভাবে স্বামীকে কাজে সহযোগিতা করে সংসার জীবন অতিবাহিত করা যায়। ভাবনার এক পর্যায়ে তার মাথায় আসলো সে মুড়ি ভেজে বাজারে বিক্রি করবে।

এ কাজ করা যায় বটে, তবে পুঁজি কোথায়! পুঁজিতো দরকার। এসব নানা দিক ভেবে প্রশিকার উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে তিনি সমিতির সদস্য হিসেবে মুক্তা মহিলা সমিতিতে (কোড নং-৮৪০) সদস্য হন।

তিনি সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা শুরু করেন। এক পর্যায়ে ঋণ গ্রহণ করে অর্গানিক মুড়ি ভাজা ও বিপণনের ব্যবসা শুরু করেন। এভাবে তার ব্যবসার প্রসার ঘটতে থাকে। প্রশিকা থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এক বৎসরের মুড়ি ভাজার ধান ও লাকড়ী মজুত করেন। শুরু হলো নতুন জীবনযুদ্ধ। প্রতিদিন গড়ে ৩/৪ মণ ধান সিদ্ধ করে প্রতিবেশির উঠানে তা শুকান এবং নিয়মিত চাল তৈরি করে মুড়ি ভাজতে থাকেন। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৭-৮ মণ ধানের মুড়ি বিক্রি করেন। প্রতি মণ মুড়িতে তাঁদের গড় লাভ হতে থাকে ৭০০ টাকা। এতে সপ্তাহে ৫ হাজার ৬ শত টাকার মতো মুড়ি বিক্রি থেকে আয় হতে থাকে। এ লাভ থেকে সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেও প্রতি সপ্তাহে ৩ হাজার টাকা তাদের সংসারে আয় হিসেবে জমা হতে লাগলো। যা দিয়ে সংসার পরিচালনা করে এক ছেলেকে বিদেশে পাঠালেন। এক মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন। এক ছেলে মা-বাবার ব্যবসায় সহযোগিতা করে এবং ছোট মেয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি ব্যবসা ও সংসারের কাজে সহযোগিতা করতে থাকে। এভাবেই এলাচী হালদার স্বাবলম্বী হয়ে উঠেন। এলাচীর উন্নতি দেখে প্রতিবেশিরা উদ্যোগী ও উৎসাহিত হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রমের অনুপাত বিশ্লেষণ

ক্র.	বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত অবস্থান	
		অর্থবছর (২০১৭-২০১৮)	অর্থবছর (২০১৮-২০১৯)
১.	OTR (On Time Recovery Rate)	৯৯%	৯৯%
২.	সদস্য : ঋণী (%)	৫৯%	৬৫%
৩.	কর্মী : সদস্য	৫১৩%	৪৮৪
৪.	কর্মী : ঋণী সদস্য	৩০৬	৩১৬
৫.	কর্মী : সঞ্চয় (লক্ষ)	৪৫.৭৪	৪৪.৭৯
৬.	কর্মী : ঋণস্থিতি (লক্ষ)	৪৪.৪৯	৪৪.৭৯
৭.	সঞ্চয় : ঋণস্থিতি (%)	১০৩%	১০০%

মৃৎশিল্পে সফল গায়ত্রী রাণী

রাজশাহী গোদাগাড়ি উন্নয়ন এলাকার ডুমুরিয়া গ্রামের পালপাড়ার বাসিন্দা গায়ত্রী রাণী। পৈত্রিকভাবে তারা মৃৎ শিল্পের পেশার সাথে যুক্ত। মাটির হাড়ি-পাতিল, কলস প্রভৃতি তৈরি করাই তাদের প্রধান কাজ। কিন্তু বর্তমানে মাটির তৈরি এসব জিনিসের ব্যবহার প্রায় নাই বললেই চলে। রকমারী প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার তাদের পেশাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। তাই অভাব অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী। একবেলা কালাই রুটি আর একবেলা ভর্তা ভাত খেয়ে তাদের দিন অতিবাহিত হতো।

মৃৎশিল্প কর্ম, গোদাগাড়ি

সংসার জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে গায়ত্রী রাণী প্রশিকা সংগঠিত প্রাথমিক সমিতির সাথে যুক্ত হয়। সমিতির নাম বঙ্গনারী মহিলা সমিতি। কোড নং-২৪২। নিয়মিত সমিতির সভা-সঞ্চয় করে তিনি ৩০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে গায়ত্রী রাণী এবং তার স্বামী মেঘু পাল আরো জোড়ালোভাবে কাজ শুরু করেন। পৈত্রিক ব্যবসায় পুরো টাকাই বিনিয়োগ করে। এবার আগের তৈরি হাড়ি, পাতিল ছাড়াও নতুন যোগ হয় দই এর পাত্র তৈরির কাজ। রাজশাহী এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জের বড় বড় দই উৎপাদনকারীদের সাথে আলোচনা করে তাদেরকে দই-এর পাতিল সরবরাহ শুরু করেন। এরপর আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নাই। প্রতিদিন প্রায় ৪ শত পাতিল তৈরি করেন। এভাবে তাদের তৈরি হাড়ি-পাতিলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালিত চাকতি এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য ভ্যান ক্রয় করেন।

বর্তমানে গায়ত্রী রানীর সংসারে আর অভাব অনটন নাই। দুই কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন, পুত্রকে পলিটেকনিকে লেখাপড়া করাচ্ছেন, দুটি দুধের গাভী ক্রয় করাসহ একটি ঘরও করেছেন। কুমোরের কাজ সাধারণত পুরুষেরা করে এটাই সবার ধারণা থাকলেও গায়ত্রী রাণী প্রমাণ করেছেন কেবল পুরুষেরা নয়, সুযোগ পেলে নারীরাও এসব কাজে সফল হতে পারে। গায়ত্রী রাণী পাল মৃৎশিল্পে একজন সফল নারী ।

আর্থিক সেবা কর্মসূচি প্রশিকার সংগঠিত সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের উপরেই নির্ভরশীল। কেননা এ অর্থবছরে কোনো ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোনো ধরনের ঋণ সহায়তা পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও এ আর্থিক বছরে ঋণ পোর্টফোলিও'র পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ কার্যক্রমের অধীনে সর্বমোট ৩১% পুরুষ সদস্য ৬৯% নারী সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের সহায়তায় প্রায় ৩১% সদস্য এ অর্থবছরে স্বাবলম্বী হয়েছে। একই সাথে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা উপার্জিত অর্থের একটি অংশ উৎপাদনমূলক কার্যক্রমে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চিত রেখেছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিকার ঋণ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো জুন ২০১৯ পর্যন্ত ঋণ পোর্টফোলিও হয়েছে ২৬১.৩৩ কোটি টাকা। ২০১৮ জুন পর্যন্ত পোর্টফোলিও ছিল ১৮৪.২৭ কোটি টাকা। নিম্নে ঋণ পোর্টফোলিও বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পোর্টফোলিওর প্রবণতা এবং আয়-ব্যয়ের অবস্থা লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

আয়-ব্যয়ের প্রান্তিকভিত্তিক প্রবণতার চিত্র

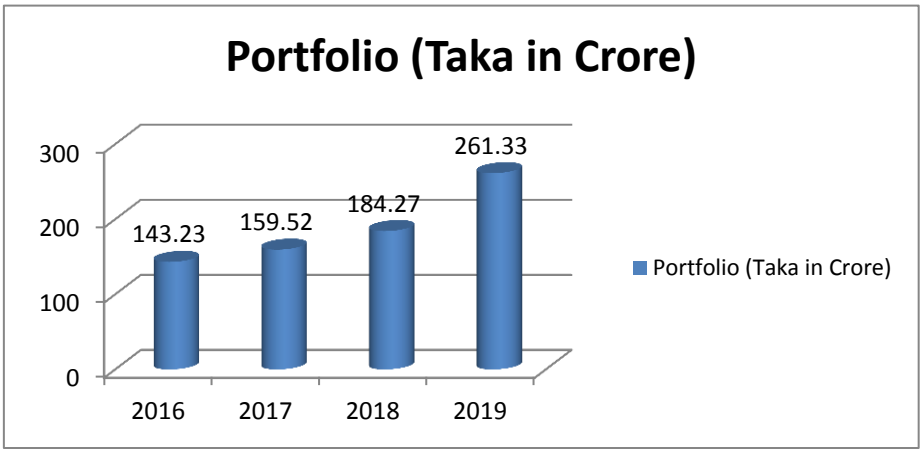

Portfolio Vs Savings Trend

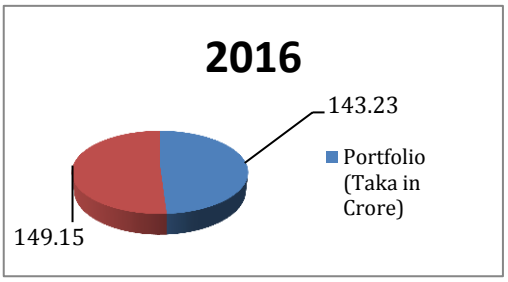

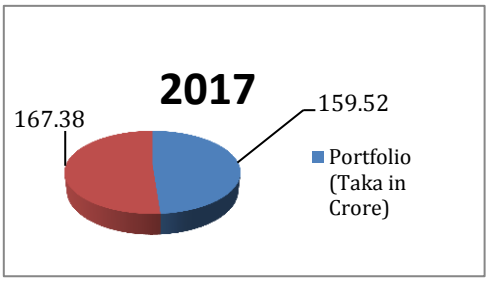

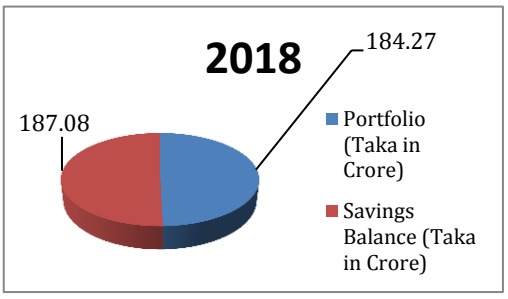

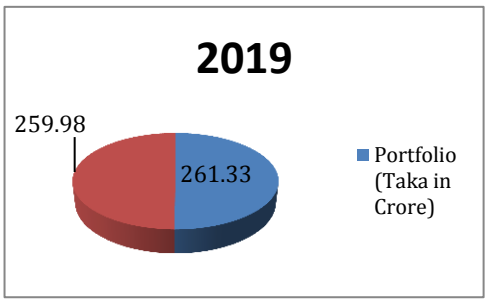

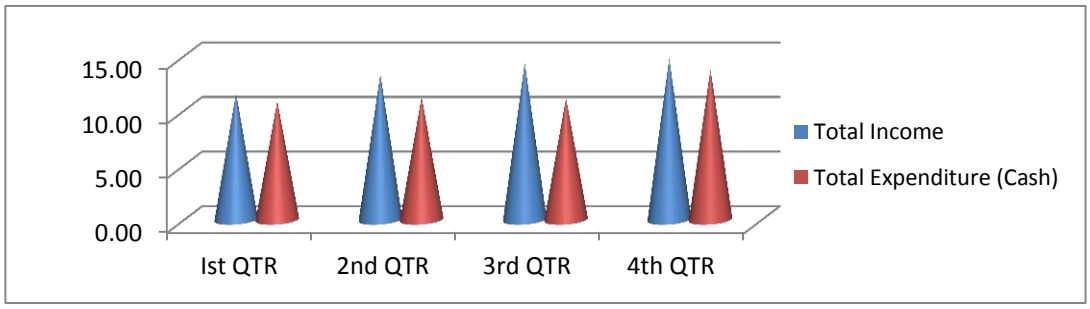

ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক সমিতির সদস্য আর্থিক ও সামাজিকভাবে উপকৃত হয়েছে তাদের আর্থিক ও পারিবারিক জীবন অনেকাংশে সচ্ছল হয়েছে। তাদের জীবনে যে পরিবর্তন হয়েছে তার একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ নিম্নের কেস স্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

একজন নারীর সম্পদ অর্জনের কথা

মোছাঃ জহুরা বেগম, সদস্য কোড-০১, সহচরি মহিলা সমিতি, প্রশিকা ডোমার উন্নয়ন এলাকার একজন সদস্যা। সদস্য পদ লাভের পর থেকে তিনি প্রশিকার মানবিক, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পান। এসব প্রশিক্ষণ জহুরা বেগমের সংগঠন পরিচালনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও আর্থিক স্বাবলম্বী হয়ে উঠার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি মনে করেন।

জহুরা বেগম, অদম্য নারী ব্যবসায়ী, ডোমার

তিনি প্রথমে ৩০ হাজার ও পরে ৫০ হাজার টাকা প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে স্থানীয় বাজারে বাসনপত্রের দোকান দেন। স্বামী ও জহুরা উভয়ে মিলে এ ব্যবসাটি চালাতে থাকেন। ব্যবসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা যৌথশ্রমে ব্যবসার সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হন। এ ব্যবসার মুনাফা থেকে জহুরা বেগম ২৮ শতাংশ জমি কিনেছেন। যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। একই সাথে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বর্তমানে তার দুটি দোকানে ১২ লক্ষ টাকা পুঁজি বিনিয়োজিত আছে। জমি, বাড়ি ও দোকানের পুঁজি মিলে তার অর্থের পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা। ছেলে, পুত্রবধূ ও স্বামী নিয়ে তিনি বর্তমানে সুখে আছেন। জহুরা বেগম এলাকায় একজন সফল ও পরিশ্রমী নারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি চান তার এলাকার নারী সংগঠনের সদস্যগণও তার মতো আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে উঠুক।

২.২ সঞ্চয় কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সারা বছর কর্মসংস্থান থাকে না। অসুখ-বিসুখের সময় তাদের জীবন-জীবিকা পরিচালনা ও চিকিৎসার জন্য কোনো বাড়তি অর্থ জমা থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অগ্রিম শ্রম বিক্রি অথবা যৎসামান্য যা সম্পদ থাকে তা বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে। প্রশিকা এ সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সাপ্তাহিক সঞ্চয় করার জন্য 'প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম নামে' কার্যক্রম চালু করে। দরিদ্রদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে এ স্কীম একটি অনন্য উদ্যোগ। এ স্কীমের অধীনে ২০১৮-২০১৯ সালে ১৯৩১৪৭ জন সদস্য সঞ্চয় জমা করেছেন। বিগত বছরের তুলনায় এ খাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত মোট সঞ্চয় স্থিতি ২৫৯.৯৮ কোটি টাকা।

প্রশিকাতে মোট ৪ ধরনের সঞ্চয় স্কীম বিদ্যমান আছে। এ খাতসমূহে সঞ্চয়ের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিকার সঞ্চয় স্কীমসমূহ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো-

২.২.১ প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম (নিয়মিত)

এ সঞ্চয় স্কীম হলো সংগঠিত সমিতির সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয় জমাদান কার্যক্রম। এ সঞ্চয় স্কীমে প্রতি সদস্য প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত পরিমাণ সঞ্চয় নিয়মিত জমা করে। এ সঞ্চয়ের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে প্রতি সদস্য ন্যূনতম ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং শহরাঞ্চলে ন্যূনতম ১০০.০০ (একশত) টাকা। এ অর্থবছরে সঞ্চয় স্কীমে মোট ৭১.৬৬ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে।

২.২.২ অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম

এ সঞ্চয় কার্যক্রমে দলীয় সদস্যগণ প্রত্যেকে প্রতিমাসে সর্বনিম্ন ২ দুইশত টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা হারে স্বেচ্ছায় সঞ্চয় জমা করতে পারে। এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমিতির সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান, জমি ক্রয়, বাড়ি তৈরি ও আইনি সহায়তা প্রদান করা। এ অর্থবছরে এ খাতে মোট ২৫.৬৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

এই স্কীমের আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রশিকা বাঁশখালী উন্নয়ন এলাকার নাপোড়া গ্রামের সম্পর্ক পুরুষ সমিতি, কোড নং-১০৭২ এর ২১ নং সদস্য বাবু সমীরণ দেব হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কন্যা শতাব্দী দেব ও পুত্র সংকেত দেবকে তার পিতার সঞ্চয়ের দ্বিগুণ অর্থ হিসাবে ২৮ হাজার ২২৪ টাকা এবং বৃত্তি হিসেবে ৪ হাজার টাকা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শতাব্দী দেব ও সংকেত দেব বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।

শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান, বাঁশখালী

২.২.৩ মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম

সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় স্কীমে সঞ্চয় জমা করার পাশাপাশি তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ এ স্কীমে এককভাবে এককালীন 'মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম' এ জমা রাখতে পারে। এই অর্থবছরে ৭.৫০ কোটি টাকা এই স্কীমে সঞ্চয় জমা হয়েছে।

২.২.৪ বিশেষ সঞ্চয় স্কীম

সমিতির সদস্যদের ঋণ চাহিদা পূরণ ও সঞ্চিত অর্থের সুবিধা প্রদানের জন্য এ স্কীমটি চালু করা হয়। এ স্কীমের আওতায় সদস্যরা স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করলে প্রতিমাসে তাদেরকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট ২৬.৮১ কোটি টাকা জমা হয়েছে।

২.২.৫ সদস্যদের সঞ্চয় ফেরত

সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন আর্থিক সেবা কর্মসূচির একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ আর্থিক বছরে সদস্যদেরকে সার্ভিস চার্জসহ মোট ৬৬.১৬ কোটি টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে ।

২.৩ আর্থিক সেবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিলের ব্যবহার

দলীয় সদস্যদের পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আর্থিক সেবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল ও সদস্য কল্যাণ তহবিলে গ্রহণকৃত ঋণের ১% হারে মোট ১৪.৫৩ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। এ অর্থ বছরে মোট ১৯৫ কোটি টাকা এ তহবিল থেকে প্রদান করা হয়েছে।

সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী সদস্যা বা তার স্বামী মারা গেলে তাদের অপরিশোধিত ঋণ মওকুফ করা হয়। এছাড়া বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, আগুনে পোড়া, শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ততাজনিত কারণসহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সদস্যদের এ তহবিল থেকে সহায়তা করা হয়।

২.৪ ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ উন্নয়ন

প্রশিকার এ কর্মসূচি থেকে সমিতির যে সকল সদস্য প্রয়োজনীয় অধিকতর আর্থিক সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে তাদেরকে ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ও কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ প্রদান করছে। একই সাথে তাদেরকে কারিগরি সহায়তা, আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়িক ধারণা ও পরামর্শ প্রদানসহ পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯ সালের ৩০ জুন, অবধি প্রশিকার ৮৯টি উন্নয়ন এলাকার প্রায় মোট প্রকল্পের ৩০% সদস্য (এর মধ্যে প্রায় ৬০% নারী) এ কর্মসূচি থেকে ঋণ নিয়ে নানা ধরনের আর্থিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা এবং কৃষি খামারে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হয়েছে এমন একজন উদ্যোক্তার অভিজ্ঞতার কেস্‌স্টাডি উপস্থাপন করা হলো-

রওশন আরার জীবনের গল্প

রওশন আরা, স্বামী আবদুল মান্নান, গ্রাম-উত্তর পাড়া, উপজেলা-দোহার, জেলা-ঢাকা, প্রশিকা সংগঠিত নারী গ্রুপের একজন সদস্য। তার সমিতির কোড নং ৭৩৭ ও সদস্য নং-২৪।

তাঁতশিল্পী রওশন আরা, দোহার

বিবাহিত জীবনের ১৫ বছর শেষে তার স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটে। স্বামীহারা রওশন আরা সন্তানদের খাওয়া-পড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা এসব মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, স্বামী বেঁচে থাকাকালে তিনি প্রশিকার সাথে যুক্ত হন। সংসারের ভারে তিনি দিশেহারা না হয়ে প্রথমে প্রশিকা থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তাঁতের কাপড় বুননে বিনিয়োগ করেন।

প্রথমদিকে তিনি নিজে সুতা প্রক্রিয়াজাত-করণের কাজ করতেন পরে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে বুননের অপরাপর কাজগুলি অন্যদের দ্বারা সম্পাদন করাতেন। তার ছেলেমেয়েরা তাঁতের কাজে তাকে সহযোগিতা করতে থাকে। ছেলেমেয়েদের এ কাজে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে রওশন আরার যেমন উদ্যোক্তা চেতনা গড়ে উঠেছে তেমনি ক্ষুদ্র পুঁজিকে শ্রম, অধ্যবসায় এবং মানবিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। তারই ফলস্বরূপ, রওশন আরা বর্তমানে ৪টি তাঁতের মালিক হতে পেরেছেন।

দুই ছেলের আয় ও তাঁতের আয় দিয়ে রওশন আরার সংসার স্বাচ্ছন্দে চলছে। ইতোমধ্যে তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রশিকা থেকে মোট ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তাঁতের আয় থেকে তিনি ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেছেন। তার প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা তাঁত শিল্পে এলাকার ৪ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

রওশন আরা এখন সমাজে মর্যাদাবান, কর্মসংস্থান দাতা, আত্মনির্ভরশীল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন।

৩. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৩.১ মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

দরিদ্র অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের সংগঠন তৈরি করা, নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো, প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দক্ষতা, সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণের সক্ষমতা গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রশিকা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নতুন কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স, আরএইচআরডিসি, ময়মনসিংহ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিকার কর্মীদের জন্য তিন ধরনের ১৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। কোর্সগুলো হলো- Basic Computer Literacy & Software Management, নতুন নিয়োগকৃত কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন, Book keeping, Credit & Financial Mgt. মোট প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭৬ জন, নারী-৪৭ জন, পুরুষ-১২৯ জন।

৩.২ প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন

প্রশিকা বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা এবং সমাজে তাদের ব্যাপারে যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধি দিবস উপলক্ষে র‍্যালী, ঢাকা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে এলাকাভিত্তিক সচেতনতামূলক সভা, ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ স্ক্রিনিং কার্যক্রম, প্রতিবন্ধি দিবস পালন, প্রতিবন্ধি মানুষের কল্যাণে কাজ করে এরকম প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং, প্রতিবন্ধিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ (পোস্টার, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি) করা হয়েছে।

৩.৩ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

প্রশিকা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের শুরু থেকে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আইনী অধিকার লাভের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আসছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নারী নেতৃত্বের বিকাশ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রশিকা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, প্রশিকা সংগঠিত সমিতিগুলোর মধ্যে পুরুষ সমিতির সংখ্যার চেয়ে নারী সমিতির সংখ্যা বেশি। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজে নারী অধিকার, সাম্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। এ অর্থবছরে ৫টি উন্নয়ন এলাকায় কর্মী ও সমিতির সদস্যদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, বহুবিবাহ বন্ধ, নারী নির্যাতন রোধ এবং আইনী অধিকার অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক উঠোন বৈঠক, গাইবান্ধা

৩.৩.১ দরিদ্র নারী ও কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন

এ অর্থবছরে প্রশিকা চট্টগ্রাম মহানগরীর ডবলমুরিং থানার ২৪নং ওয়ার্ডে তালাক, স্ত্রী নির্যাতন, খরপোষ না দেওয়ার মতো মামলা মীমাংসা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারমধ্যে ১৩টি অভিযোগ আইনীভাবে মোকাবেলা করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১০টি ঘটনা সমাধানের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, কমিউনিটির জনগণের মধ্যে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি প্রশিকার উদ্যোগ কার্যকর প্রভাব তৈরি করছে। তাদেরকে আইনী সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি সচেনতনতা বৃদ্ধিমূলক, পারিবারিক সংহতি ও পারিবারিক শান্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা সভা করা হয়েছে।

৩.৪ সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বনায়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তথা ৭টি উন্নয়ন এলাকায় রোপিত গাছ বিক্রি করে প্রশিকা সর্বমোট ২১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৯৬ টাকা উপার্জন করেছে। উল্লেখ্য, গাছ বিক্রি থেকে অর্থ লাভের পরিকল্পনা ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। পরিকল্পিত অর্থের চেয়ে ৬ লক্ষ টাকা বেশি অর্জিত হয়েছে। এ অর্থবছরে যেসব উন্নয়ন এলাকার গাছ বিক্রি থেকে অর্থ উপার্জিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে কালকিনি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, গাজীপুর, সিঙ্গাইর, ঘাটাইল, মির্জাপুর ও আখাউড়া উন্নয়ন এলাকা। যেসব রাস্তার গাছ বিক্রি হয়েছে সেসব রাস্তায় নতুন করে গাছ রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন গ্রুপ, মুকসুদপুর

৩.৫ পরিবেশসম্মত কৃষি

বিগত তিন দশক ধরে প্রশিকা বাংলাদেশে পরিবেশ অনুকূল কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিবেশসম্মত কৃষি সম্প্রসারণের চেষ্টা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে জৈব তথা অর্গ্যানিক কৃষি চাষে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ১৯৬০-এর দশকে উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষের প্রক্রিয়ায় কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। দীর্ঘদিন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। এর ফলে ফসলের পক্ষে উপকারী অনেক কীট পতঙ্গ ধ্বংস হয়ে যায়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল মানুষসহ সকল প্রাণীর শরীরের ক্ষতি হয়। কৃষি ক্ষেত্রে এ রকম ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধের জন্য প্রশিকা জৈব পদ্ধতিতে পরিবেশ কৃষি কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গোবর সার, কচুরিপানা, গাছের পাতা ইত্যাদি পঁচিয়ে সার হিসাবে ব্যবহার করে প্রশিকার দলীয় সদস্যগণকে ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ অর্থবছরে প্রায় ১৮৮৫ একর জমিতে পরিবেশ-সম্মত কৃষি কর্মসূচির আওতায় ধান ও সবজি চাষ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদিত ফসল মাটি ও মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর-এ বিষয়টি কৃষি ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। অর্গ্যানিক কৃষিতে প্রশিকার এ উদ্যোগ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

অর্গানিক আলু বীজ উৎপাদন, রংপুর

৩.৬ মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি

এ কর্মসূচিটি প্রশিকায় এ আর্থিক বছরে চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে মাদকের ব্যাপক বিস্তারের ফলে বিশেষতঃ যুব সমাজ এর প্রতি বেশি মাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে যুব সমাজের অবক্ষয়, পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা, আর্থিক ক্ষতি, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি ও অবসাদ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। যুব সমাজের শক্তি ও মেধা যাতে সমাজের উন্নয়নের কাজে প্রয়োগ করা, মাদকাসক্তদের পরিবারে শান্তি স্থাপন ও আর্থিক দূরাবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রশিকা এ কর্মসূচিটি গ্রহণ করেছে।

মাদাকাসক্তি প্রতিরোধে শপথ গ্রহণ, ধামরাই

এ অর্থবছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় কাওয়াখোলা গ্রামে মিতালী সংসদের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে একটি স্টল স্থাপন করা হয়।

এ প্রচার অভিযান উপলক্ষ্যে ২০টি পোস্টার, ৫টি ফেস্টুন, ৫টি বিভিন্ন ক্যাপশন যুক্ত ব্যানার তৈরি ও সেগুলো অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে প্রচারের জন্য প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া মাদক বিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে ৫ হাজার কপি হ্যান্ডবিল ছাপানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হ্যান্ডবিলসমূহ জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ কর্মসূচি উন্নয়নের অংশ হিসাবে ৫টি হ্যান্ড আউট তৈরি করা হয়।

এছাড়া কেন্দ্রীয় (ঢাকায়) পর্যায়ে ২৬ শে জুন ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকার মিরপুরে একটি বিশাল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

৩.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন

দুর্যোগ পরবর্তীকালে আক্রান্ত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন শুকনো খাবার, নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ, মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে আক্রান্ত ও অসুস্থ মানুষের সেবা প্রদান, ফসলের বীজ সরবরাহ, গৃহ নির্মাণের উপকরণ যোগান দেওয়া এ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই অর্থবছরে গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে ১ লক্ষ টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় ২ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়।

বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার

বিগত দিনে প্রশিকা উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য নোয়াখালীর হাতিয়া, ভোলার চরাঞ্চল, বাঁশখালীতে সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে ৯টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করেছে। এ সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে সাইক্লোনের আগে মানুষকে আশ্রয় গ্রহণ এবং সারা বছর বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিকা নির্মিত সাইক্লোন শেল্টারগুলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রশিকা নোয়াখালী জেলার হাতিয়ায় মোট ৪টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করেছে। এসব অঞ্চলের মানুষ প্রশিকা নির্মিত সাইক্লোন শেল্টারের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। তাদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদ রক্ষা করার জন্য এ কর্মসূচি আরও উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার, হাতিয়া

প্রশিকা পল্লী ঃ নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রকল্প

চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের ৮টি ইউনিয়ন পদ্মা ও মহানন্দা নদীর চরাঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চল নদীভাঙ্গন প্রবণ এলাকা। নদী ভাঙনের কবলে পড়ে মানুষ জমিজমা, ভিটে-বাড়ি ও জমির ফসল হারিয়ে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটায়। এ রকম দুর্দশা থেকে নিঃস্ব মানুষকে আবাসিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিকা এ এলাকায় নদী শিকস্তি প্রকল্প গ্রহণ করে। জমি-জমা, বাড়ি-ঘর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এ রকম ১৬১টি পরিবার বাছাইয়ের মাধ্যমে "প্রশিকা পল্লী" নির্মাণ করে পুনর্বাসন করা হয়।

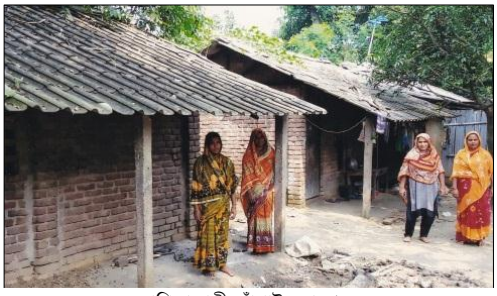

প্রশিকা পল্লী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে প্রশিকা মোট ২৭টি ঘর নির্মাণ করে। অবশিষ্ট ঘর নির্মাণের জন্য বাংলাদেশে ব্যাংক থেকে আর ঋণ পাওয়া যায়নি। ২৭টি ঘরের মধ্যে ২২টি পরিবারকে ২২টি ঘরের জন্য ১০ বছর মেয়াদে ৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৮ টাকা সাপ্তাহিক কিস্তির ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ১২০টি পরিবারকে স্বল্প মূল্যে ৩ শতাংশ করে জমি রেজিষ্ট্রি করে ভূমিহীনদের হাতে দলিল প্রদান করা হয়। দলিলপ্রাপ্তদের মধ্যে ৫৫টি পরিবার বর্তমানে এ প্রকল্পের বাড়িতে বসবাস করছে। তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করছে। পরিবারের মহিলারা 'আশার আলো' নামের একটি সমিতি গঠন করেছে। মোট ৪৯ জন নারী সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় জমা করে।

৩.৮ ডেঙ্গু প্রতিরোধ

বাংলাদেশে ডেঙ্গু জ্বর বিগত কয়েক বছর ধরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। এ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সব বয়সের অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রশিকা ডেঙ্গু প্রতিরোধে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচতনতামূলক উঠোন বৈঠক. নাচোল

এ মরণব্যাধি থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এ অর্থবছরে ৮৯টি উন্নয়ন এলাকায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা, র‍্যালী এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। একই সাথে সচেতনতামূলক সভা, কমিউনিটি সভা, স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজনদের সাথে বৈঠক এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যৌথ উদ্যোগে র‍্যালী, পথসভা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এ সব সভায় পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ডেঙ্গু জ্বর হলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, মশারী টাঙিয়ে ঘুমানো, মশার কয়েল জ্বালানো, নিয়মিত ঔষধ-পথ্য খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া প্রশিকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

৩.৯ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। এসব দিবস পালনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জাতীয় কর্তব্য পালনে স্পষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে সকল দিবস উদযাপন করা হয়েছে সেগুলো নিম্নে চিত্রে দেখানো হলো-

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, নবীনগর, সাভার

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের র‍্যালি, ঢাকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১শে ফেব্রুয়ারি), আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ই মার্চ), বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস ও শাহাদাতবরণ দিবস (১৫ আগস্ট), শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস (১৪ ডিসেম্বর), বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), স্বাধীনতা দিবস (২৬শে মার্চ), আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস (৫ জুন), আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধি দিবস (৩ ডিসেম্বর) এবং আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস (২৬ শে জুন) প্রভৃতি।

৩.১০ গণসংস্কৃতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় দিবসসমূহ পালনের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন (১৭ই মার্চ), স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ), বাংলা নববর্ষে (পহেলা বৈশাখ), সঙ্গীত, আবৃত্তি, গীতিআলেখ্য পরিবেশন করা হয়েছে। মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে মানিকগঞ্জ সদরে বিজয় মেলায় গণসংস্কৃতি বিভাগের পরিবেশনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক "পিয়ারচাঁদ বিবি" পালা নাটক উপস্থাপন করা হয়। নাটকটি উপস্থাপনের পূর্বে গীতিআলেখ্য "আমার গান আমার বিজয়" পরিবেশন করা হয়। এ মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রশিকা প্রথম স্থান অর্জন করার কৃতিত্ব স্বরূপ একটি পুরস্কার পেয়েছে।

গণনাটক 'পিয়ারচাঁদ' মঞ্চায়নে ১ম পুরস্কার, মানিকগঞ্জ সদরে

৪. আয়মূলক প্রকল্প

৪.১ মধু উৎপাদন ও বিপণন

এ অর্থবছরে উৎপাদিত মধুর পরিমাণ ২.৮১ টন। মৌ-বাক্সের সংখ্যা ৫৫টি ও মৌমাছিসহ ফ্রেমের সংখ্যা ২৯০টি। মধু বিক্রি করে মোট ৬.৬৮ লাখ টাকা আয় এবং মোট ব্যয় হয়েছে ৪.৪১ লাখ টাকা এবং নীট লাভ হয় ২.২৭ লাখ টাকা। এ কর্মসূচিতে মুনাফার পরিমাণ আশাব্যঞ্জক। মৌচাষিরা উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি প্রশিকার আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ কর্মসূচির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ কর্মসূচির মাধ্যমে চাষীদের কর্মসংস্থান ও কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

মধু উৎপাদন, মির্জাপুর, টাংগাইল

৪.২ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

প্রশিকার কর্মী ও ব্যবস্থাপক ছাড়াও দলীয় সদস্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও ব্যবস্থাপক এবং দলীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য এ কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে ভেন্যু ভাড়া প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের জন্য খাবারসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ কেন্দ্রের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ কেন্দ্রটি থেকে মোট আয় হয়েছে ৫১.৩২ লাখ টাকা। এ অর্থ এ কেন্দ্রের কর্মীদের বেতন, পরিচালনা খরচ এবং কেন্দ্রীয় অফিসের বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ হল রুম, আরএইচআরডিসি, ময়মনসিংহ

৪.৩ প্রশিকার সম্পদ ব্যবস্থাপনা

প্রশিকার মোট ১৬৪.৩৮১ একর জমি আছে। এসব জমিতে কৃষি উৎপাদন খামার, পুকুর, স্থাপনা, উন্নয়ন এলাকা অফিস এবং তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত।

এ অর্থবছরের বিভিন্ন স্থাপনা ও ফার্মের আয়ের বিবরণ দেয়া হলো-

৪.৩.১ সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর

এ খামারের জমিতে আলু, ধান বীজ, ভুট্টা ও সবজি চাষ করা হয়। এ ছাড়া কিছু জমি লিজ দেয়া হয়েছে।

এই খামারে প্রশিকার উদ্যোগে ৫.৭৫ একর জমিতে বীজ আলু উৎপাদন হয়েছে ৪৮.২৯ টন। উৎপাদন ব্যয় ৭.৬০ লাখ টাকা। সে আলু বর্তমানে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষিত আছে। পরবর্তী অর্থবছরে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বরে আলু বীজ বিক্রি করা হবে।

ভুট্টা উৎপাদন, রংপুর ফার্ম

এ খামারে ১২ একর জমিতে বীজ ধান উৎপাদন হয়েছে ২৪ টন। এছাড়া ৩.৮৫ টন ধান কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং তা বর্তমানে বীজাগারে সংরক্ষতি আছে। এ অর্থবছরে এ খামারে মোট ব্যয় হয়েছে যার পরিমাণ ২০.৭৬ লক্ষ টাকা এবং আয় হবে ৩.৮০ লক্ষ টাকা ও ঘাটতি টাকার পরিমাণ ১৬.৯৫ লক্ষ টাকা। তবে আলু বীজ, ধান বীজ ও ভুট্টা বিক্রি করে সম্ভাব্য আয় হবে ২০.৪৪ লক্ষ টাকা। আনুমানিক নীট মুনাফা ৩.৪৮ লক্ষ টাকা।

৪.৩.২ কার্প হ্যাচারী, রংপুর

এ কার্প হ্যাচারীর মোট আয়তন ৭.৯৮ একর। এখানে মোট ১২টি পুকুর আছে। তারমধ্যে ৫টি পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করা হয়। ৬টি পুকুরে রেণু, ধানী পোনা ও চাপের পোনা উৎপাদন করা হয়। বাকী ১টি পুকুর পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে।

মৎস্য চাষ, কার্প হ্যাচারী, মিঠাপুকুর, রংপুর

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাছ বিক্রি থেকে ১.০৪ লাখ টাকা আয় হয় এবং ব্যয় হয়েছে ১.২৮ লক্ষ টাকা। আর ঘাটতি হয়েছে ০.২৪ লাখ টাকা। উল্লেখ্য, মাছ উৎপাদন ও বিপণন একটি চলমান কর্মসূচি।

৪.৩.৩ সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ খামারটি উন্নয়নের জন্য বেশকিছু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ হলো- চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া, বিগত ৬ বছরের বকেয়া খাজনা বাবদ ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা পরিশোধ এবং লেয়ার মুরগি প্রতিপালনের জন্য ২টি শেড মেরামত বাবদ ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের লেয়ার মুরগি প্রতিপালনের জন্য দুই ধাপে মোট ১৪ হাজার লেয়ার মুরগির বাচ্চা প্রতিপালন করা হয়েছে। এ লেয়ার মুরগি প্রতিপালন করে ২০১৯ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ১০৫টি ডিম উৎপাদিত হয়েছে। এ ডিম বিক্রি করে মোট ২৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮৪০ টাকা উপার্জিত হয়েছে।

খামারে উৎপাদিত ডিম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

৪.৪ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জমি ব্যবস্থাপনা

উন্নয়ন এলাকাসমূহের মধ্যে মোট ৫৪টিতে স্থাপনা আছে এবং ৭টি এলাকায় শুধুমাত্র জমি আছে। মোট জমির পরিমাণ ৫৫.৩৫ একর। এ স্থাপনাগুলো ব্যবহার উপযোগী করে ভাড়া এবং জমি লিজ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ আর্থিক বছরে উন্নয়ন এলাকার জমি ও স্থাপনা থেকে মোট ৪৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা আয় হয়েছে। আয়কৃত অর্থ স্থাপনা সংস্কার ও বিভিন্ন সরকারি কর প্রদানে ব্যয় হয়েছে।

তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাদারীপুর

৫. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক বিভাগসমূহ

৫.১ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ

বর্তমান বিশ্বের সকল কাজ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির (ICT)-এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রও এর আওতার বাইরে নয়। প্রশিকা তার বিভিন্ন কর্মসূচি অনলাইন ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য কাজ করছে। এ বিভাগ আর্থিক সেবা কর্মসূচির সফটওয়্যার তৈরি ও মানোন্নয়ন, হিসাব বিভাগের কাজের জন্য ব্যবহার উপযোগী এমবিআরএস, সেভিংস এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হালনাগাদের কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও উন্নয়ন এলাকার হার্ডওয়্যার মেরামত, যন্ত্রাংশ সেটিং ও সফটওয়্যার সংক্রান্ত ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সমন্বয়ে পরিচালনা করা হয়েছে।

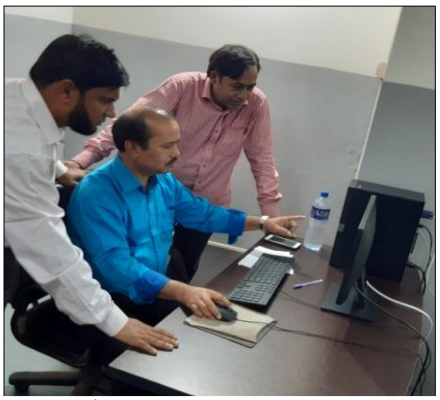

হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা, ঢাকা

৫.২ মানবসম্পদ বিভাগ

এ বিভাগ প্রশিকাতে কর্মী নিয়োগ, অব্যাহতি, বরখাস্ত, অবসরপ্রাপ্ত ও পদত্যাগ করা কর্মীদের ব্যক্তিগত নথি তৈরি ও সংরক্ষণের কাজ করে থাকে। এ বছর এ বিভাগ অনলাইন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ, তাদের ওরিয়েন্টেশন এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রতিস্থাপনের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই অর্থবছরে ১০ জন কর্মী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছে এবং তাদের সাথে সংস্থার এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও দৈনন্দিন বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র যথাসময়ে পিএমএস-এ এন্ট্রি দিয়ে ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণ করার কাজও অব্যাহত রয়েছে।

নতুন কর্মী নিয়োগ পরীক্ষা, ঢাকা

কেন্দ্র ও উন্নয়ন এলাকার ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের ২০১৭-২০১৮ সালের কাজের দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৭৯টি স্বর্ণপত্র ও ৪৪৮টি রৌপ্যপত্র প্রদানসহ তাদের প্রণোদনা, প্রসংশাপত্র ও সতর্কীকরণপত্র এই বিভাগের আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৩ সাধারণ প্রশাসন বিভাগ

এ বিভাগ প্রশিকার বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদানের কাজ করে থাকে। এ অর্থবছরে এই বিভাগ ডাইনিং, কর্মীদের বসার ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছে। এ বিভাগ প্রতিদিনের অফিস ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

৫.৪ অডিট ও মনিটরিং বিভাগ (অভ্যন্তরীণ)

৫.৪.১ অডিট কার্যক্রম

যে কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ অডিট ও মনিটরিং ব্যবস্থা। কর্মসূচির অগ্রগতির গতি-প্রকৃতি বুঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এ বছর অডিট ও মনিটরিং বিভাগ দুটিকে সমন্বিত করে **"অডিট ও মনিটরিং বিভাগ"** নাম দিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত বিভাগ দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এ বছর ভাংগা, সদরপুর, বাবুগঞ্জ, হরিরামপুর, ফেনী, ধামরাই এবং সিরাজদিখান উন্নয়ন এলাকায় কার্যক্রমের (৭টি) নিরীক্ষা করা হয়েছে।

৫.৪.২ মনিটরিং কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যে ৮টি উন্নয়ন এলাকায় মনিটরিং করা হয়েছে সেগুলি হলো-চাঁপাই নবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ি, ভাঙ্গুরা, সিংড়া, রাঙ্গামাটি, ডবলমুরিং, সদরপুর এবং মুকসুদপুর উন্নয়ন এলাকা।

মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে মনিটরিং কার্যক্রম, লৌহজং

৫.৫ অর্থ, হিসাব ও এফএসডি বিভাগ

এ বিভাগ প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও অডিট রিপোর্ট, আর্থিক সেবা বিভাগের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাসহ প্রতিবেদন তৈরি এবং বিভিন্ন কর্মসূচির আর্থিক লেনদেন সঠিকভাবে সুসম্পন্ন করে প্রশিকার কর্মসূচি পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৬. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত সাংগঠনিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড

৬.১ বার্ষিক কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন

প্রশিকা তার সম্পদের প্রাপ্যতার নিরীখে ২০১৮-২০১৯ সালের **"কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা"** জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর মিলনায়তন, আগারগাঁও, ঢাকা, ২১ ও ২২ জুলাই ২০১৮, অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন প্রশিকার চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এম. এ ওয়াদুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সজাগ, মেরি স্টোপস, সিডিডি, ডরপ-এর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রশিকার কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মশালায় প্রশিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা উপস্থাপন, প্রণয়ন এবং অনুমোদন করা হয়েছে।

৬.২ বার্ষিক অডিট সম্পন্নকরণ

প্রশিকার আর্থিক হিসাবের স্বচ্ছতা ও আয়-ব্যয় সঠিক রাখা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। এ অডিট সম্পন্ন করে ইসলাম কাজী শফিক এন্ড কোং ফার্ম। অডিট রিপোর্টসমূহ এমআরএ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে।

৬.৩ গভার্নিং বডি ও জেনারেল বডির সভা আয়োজন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিকার গভার্নিং বডি ও জেনারেল বডির যথাক্রমে ৩টি ও ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভাগুলিতে বডির সদস্যগণ ছাড়াও প্রশিকার পরিচালকগণ পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রশিকা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্তসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রশিকার কার্যক্রমের অগ্রগতির মাত্রাও প্রশংসিত হওয়ার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতাসমূহ কাটিয়ে উঠার দিক নির্দেশনা চিহ্নিত করা হয়।

সভায় প্রশিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজনের পর সবার সম্মতিক্রমে অনুমোদন দেয়া হয়।

৭. উপসংহার

প্রশিকা দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছে তার একটি সার্বিক চিত্র ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে প্রশিকার সবকটি কর্মসূচি প্রায় শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে, বিশেষ করে আর্থিক সেবা কর্মসূচির সফলতার মাত্রা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক বেশি। প্রশিকার সকল স্তরের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের আন্তরিক চেষ্টায় বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। প্রশিকার কার্যক্রমের মাধ্যমে নগর ও গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য উদ্যোক্তায় পরিণত হচ্ছে। এসব দিকসমূহ জাতীয় কর্মসংস্থান ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে কিছুটা অবদান রেখেছে। প্রশিকার উন্নয়নের এ ধারা পরবর্তী বছরগুলিতেও অব্যাহত থাকবে।

৮. সংযুক্তি

৮.১ মানচিত্রে প্রশিকার কর্মএলাকা

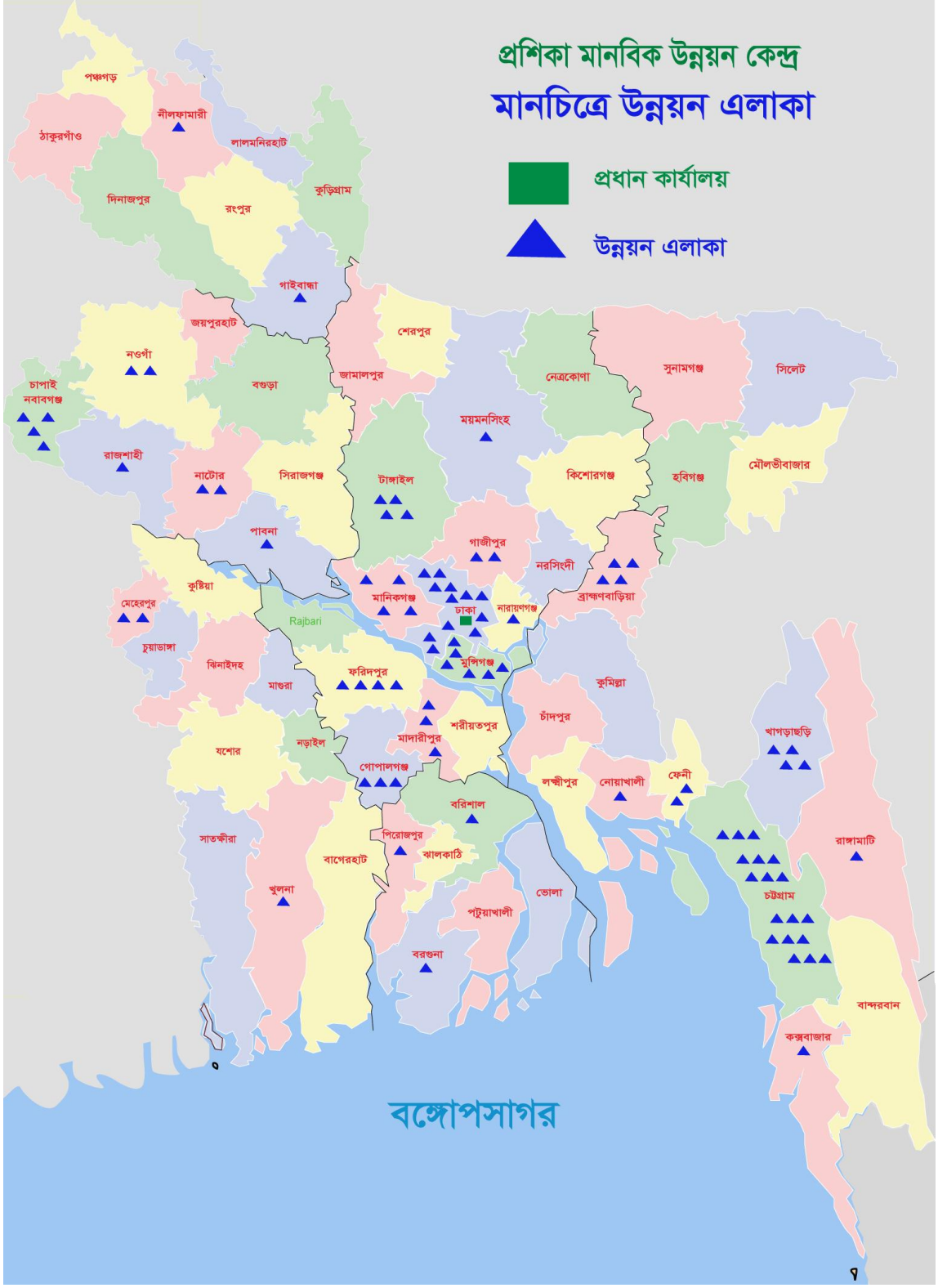

৮.২ উন্নয়ন এলাকার তালিকা (জুন-২০১৯)

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১.	৩.০৬	উত্তরা উন্নয়ন এলাকা বাড়ি নং-৩, সেক্টর- ৪ রোড নং-১০ উত্তরা, ঢাকা।	উত্তরা	ঢাকা	মোঃ সোলায়মান ০১৭১৪৫৩৩৪৯৩
২.	৩.০৯	পাহাড়তলী উন্নয়ন এলাকা ৩৮৩/৪৪২, দক্ষিণ পাহাড়তলী ডিটি রোড, আইডব্লিউ কলোনী (আবুল বিড়ি ফ্যাক্টরী) উপজেলা-পাহাড়তলী, জেলা-চট্টগ্রাম	পাহাড়তলী	চট্টগ্রাম	রাখাল চন্দ্র সরকার ০১৯৮৯৯৪০৩৬৫
৩.	৩.১০	পাঁচলাইশ উন্নয়ন এলাকা ছায়াবীথি (ডাঃ রোকেয়া চেম্বারের ৩য় তলা) রোড নং-২, সুগন্ধা আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।	পাঁচলাইশ	চট্টগ্রাম	সুজিত কুমার কুন্ডু ০১৭৮৭০৪১৪৫১
৪.	৩.১১	টঙ্গী উন্নয়ন এলাকা অভিযান-৮, মাতৃছায়া, নিশাতনগর কলেজ রোড, টঙ্গী, গাজীপুর	টঙ্গী	গাজীপুর	মোঃ হাবিবুর রাকিব ০১৭১১০৩৬৭৮৭
৫.	৩.১৫	লালবাগ উন্নয়ন এলাকা ২৯ নং নবাবগঞ্জ লেন, (নবাবগঞ্জ পার্কের সামনে) লালবাগ, ঢাকা।	লালবাগ	ঢাকা	মোসাম্মৎ আয়শা খানম ০১৬৭৬৭১৩৮২১
৬.	৩.২২	রূপগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা বাড়ি নং-৩, রোড নং-৫ হিরাঝিল আ/এ, চট্টগ্রাম রোড ডাক- সানারপাড়	রূপগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	মোঃ আবুল হোসেন ০১৭১৩৫৬৬৭৭৬
৭.	৩.২৪	চান্দগাঁও উন্নয়ন এলাকা ব্লক নং-এ, রোড নং-৩, বাড়ি নং-সি/২ চট্টগ্রাম।	চান্দগাঁও	চট্টগ্রাম	মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ০১৯২৭০০৪০৬৭
৮.	৩.২৮	ময়মনসিংহ উন্নয়ন এলাকা মাসকান্দা, বাইলেন, ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ সদর	ময়মনসিংহ	ঝর্ণা রানী চক্রবর্তী ০১৯১৮৭৬৩৪০২
৯.	৩.৩০	ডবলমুরিং উন্নয়ন এলাকা হাজী ইলিয়াছ ম্যানসন-১৯৮৮ মিস্ত্রি পাড়া লাল মসজিদ উত্তর আগ্রাবাদ বন্দর ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম	ডবলমুরিং	চট্টগ্রাম	মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন ০১৭১৫-২৬৮১২৪
১০.	৩.৩১	বায়েজিদ উন্নয়ন এলাকা মরিয়ম ভবন হোল্ডিং ২০৭/৪-২০৪/৪ কেএ প্লট # ১৫,জেলা পরিষদ আবাসিক এলাকা জালালাবাদ, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম	বায়েজিদ	চট্টগ্রাম	মোঃ শহিদুল ইসলাম ০১৯১৪৬৫০৮৮৭
১১.	৩.৩২	হালিশহর উন্নয়ন এলাকা বাসা # ২৮/বি, রোড # ১, লেন # ১ ব্লক # এইচ, হালিশহর, চট্টগ্রাম	হালিশহর	চট্টগ্রাম	মোঃ মিজানুর রহমান ০১৬৩১৯৮৩৮৯৭
১২.	৩.৩৩	খুলশী উন্নয়ন এলাকা ১৯/জি সাইদ মঞ্জিল নিউ মুনসুরাবাদ, ডাক-ফিরোজশাহ থানা-খুলশি, চট্টগ্রাম	আকবরশাহ	চট্টগ্রাম	মোঃ আনোয়ারুজ্জামান ০১৬৭২০৩২৩১২

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১৩.	৩.৩৭	কর্ণফুলী উন্নয়ন এলাকা ইছানগর বাজার, বিএফডিসি গেট (মসজিদ মার্কেট ২য় তলা) ডাক- আজিমপুর, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	চট্টগ্রাম	গোলাম সাব্বির আহমেদ ভুইয়া ০১৭১৬৩৫৪৬২৩
১৪.	৩.৩৮	আকবর শাহ উন্নয়ন এলাকা ডাক-উত্তর কাট্রলী, বাসা # ২৫/২৪ ডাক-অফিসগলি কর্ণেল হাট, চট্টগ্রাম	আকবরশাহ	চট্টগ্রাম	সালমা আক্তার ০১৬২৩৮৯৮৮২৮
১৫.	৩.৩৯	আশুলিয়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম ও ডাক -আশুলিয়া, ঢাকা	আশুলিয়া	ঢাকা	মোসাম্মৎ মাজেদা বেগম ০১৭১৪২৩৭৩০৩
১৬.	৩.৪০	সদরঘাট উন্নয়ন এলাকা ৬৬৪/৭২৯ পাঠানটুলি রোড নাজিরপুল, বড়ুয়াপাড়া (বাগ্যধর বড়ুয়া বিল্ডিং ২য় তলা), চট্টগ্রাম	সদরঘাট	চট্টগ্রাম	স্নেহজয় চৌধুরী ০১৭১৬৮৯০৭৬০
১৭.	৩.৪১	সাগরিকা উন্নয়ন এলাকা মুক্তা ভবন (২য় তলা), ধোপাপাড়া কলেজ রোড, ডাক-কাস্টম একাডেমী থানা-পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	পাহাড়তলী	চট্টগ্রাম	মোঃ ওয়াসিমুন নেওয়াজ ০১৮১৪০৭৮৯২৭
১৮.	৩.৪২	বাকলিয়া উন্নয়ন এলাকা হাজী আব্দুল মাবুদ ভবন (৩য় তলা), আব্দুস সোবহান রোড (দোতলা মসজিদ গলি), কালামিয়া বাজার, বাকুলিয়া বন্দারহাট, চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	চট্টগ্রাম	মোঃ মহিন উদ্দিন ০১৬৭২২৮২৮৬৩
১৯.	৪	ধামরাই উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- শাহাবেলীস্বর ডাক-বেলীস্বর, ধামরাই, ঢাকা	ধামরাই	ঢাকা	মোঃ সিদ্দিক মিয়া ০১৭১৪৫৬৬২৭৯
২০.	৭	সাটুরিয়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-কামতা, ডাক-কৈট্টা সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	মোঃ এনামুল ইসলাম ০১৭১৮৭০৮৪৯১
২১.	৮	মাদারীপুর উন্নয়ন এলাকা দরগাখোলা রোড, ডাক-মাদারীপুর থানা ও জেলা- মাদারীপুর	মাদারীপুর	মাদারীপুর	ডেইজী আফরোজ ০১৭১৭১১১৭২৫
২২.	১০	কালকিনি উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-ভুরঘাটা, ডাক-আমেরিকা গোপালপুর কালকিনি মাদারীপুর	কালকিনি	মাদারীপুর	কাজী কামাল উদ্দিন ০১৭৬৭৪৩০৩৫৪
২৩.	১২	ঘিওর উন্নয়ন এলাকা ডাকঘর- ঘিওর, মানিকগঞ্জ	ঘিওর	মানিকগঞ্জ	ফাহমিদা আক্তার ০১৭১৭১৫২৫০২
২৪.	১৪	মির্জাপুর উন্নয়ন এলাকা পোঃ- খলিয়াজানী ইউনিয়ন-তরফপুর, মির্জাপুর, টাংগাইল	মির্জাপুর	টাংগাইল	মোহাম্মদ আনিসুল হক (বিএম) ০১৭৬৮৪৮১৮৫০
২৫.	১৬	ডোমার উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- চিকন মাটি, ডাক- ডোমার জেলা-নীলফামারী	ডোমার	নীলফামারী	মোঃ আলহাজ উদ্দিন ০১৭১৬৬৩৫৭৭৬
২৬.	১৮	শ্রীনগর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- দেউলভোগ, গোল্ডেন সিটি ডাকঘর ও থানা-ষোলঘর উপজেলা-শ্রীনগর, জেলা-মুন্সিগঞ্জ	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ শফিকুল ইসলাম ০১৭১২৬৫৪৬৭৩

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
২৭.	২৬	নাসিরনগর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম ও ডাক-নাসিরনগর জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	নাসিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	অনুপ কুমার সাহা ০১৭১৭৪৯৩১৩৯
২৮.	২৮	হরিরামপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম ও ডাক- দিয়াবাড়ী হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ	মোঃ লিয়াকত আলী ০১৭১১৪০৮৬১০
২৯.	৩৩	ভাংগা উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- হোগলাডাঙ্গী, সদরদী ডাক ও উপজেলা- ভাংগা, জেলা-ফরিদপুর	ভাংগা	ফরিদপুর	মোঃ মোকাদ্দেস আলী ০১৭১২৪৮৮৩৩৭
৩০.	৩৫	মুকসুদপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম ও ডাক-বাটিকামারী উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	মোঃ ইয়াকুব শেখ ০১৭৩৩৬৯৯৩৩৪
৩১.	৪০	আখাউড়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- দেবগ্রাম উপজেলা-আখাউড়া, জেলা-বি.বাড়ীয়া	আখাউড়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মোঃ আবুল কালাম আজাদ ০১৭৪২০৯৩৩০২
৩২.	৪২	দৌলতপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-চক মিরপুর, ডাক ও উপজেলা-দৌলতপুর, জেলা-মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	মানিকগঞ্জ	মুহাম্মদ এনামুল হক ০১৭২৭৭৫৬১০৪
৩৩.	৪৫	বাসাইল উন্নয়ন এলাকা ডাক-বাসাইল, বাসাইল সদর, টাংগাইল	বাসাইল	টাংগাইল	মোঃ সাফায়েত হোসেন ০১৭২৫৭১০৯২৭
৩৪.	৪৬	সখিপুর উন্নয়ন এলাকা পোঃ ও উপজেলা- সখিপুর সদর জেলা-টাংগাইল	সখিপুর	টাংগাইল	মোঃ রতন মিয়া ০১৭১৮৭৫৪২২৫
৩৫.	৫৩	বাঁশখালী উন্নয়ন এলাকা উপজেলা বাজার, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম	সজল চন্দ্র দেবনাথ ০১৯২৫০১৪১৪০
৩৬.	৫৫	সাতকানিয়া উন্নয়ন এলাকা চড়পাড়া টিএন্ডটি অফিস সংলগ্ন ডাক- সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	চট্টগ্রাম	মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান ০১৭১২৯৫৫৩০৯
৩৭.	৫৭	মধুপুর উন্নয়ন এলাকা কাঁঠালতলী মোড়, টেংরী আদালতপাড়া, মধুপুর, টাংগাইল	মধুপুর	টাংগাইল	মোঃ ফরিদ হোসেন ০১৭১৬৩৩০০৪৯
৩৮.	৫৮	ঘাটাইল উন্নয়ন এলাকা জনতা শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা) বাজার রোড, ঘাটাইল, টাংগাইল	ঘাটাইল	টাংগাইল	মোঃ নজরুল ইসলাম ০১৭২৫৩৯৩৭২৬
৩৯.	৫৯	রানীনগর উন্নয়ন এলাকা রেলগেট সংলগ্ন গ্রাম- পূর্ব বালুভরা, ডাক-রানীনগর, নওগাঁ	রানীনগর	নওগাঁ	মোঃ নূর হোদা ০১৭১৪৬০৪৩৫৮
৪০.	৬১	নাচোল উন্নয়ন এলাকা মহিলা কলেজের পাশে ডাকঘর ও উপজেলা-নাচোল চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	মোঃ মোক্তার হোসেন ০১৭১২৬৫১৩৫৭
৪১.	৬২	গোদাগাড়ী উন্নয়ন এলাকা রামনগর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	গোদাগাড়ী	রাজশাহী	সৈয়দ আবু মাশার ০১৭১২৭৬৮৭৪৮
৪২.	৬৩	দোহার উন্নয়ন এলাকা সাহেব বাজার, উত্তর জয়পাড়া ডাক-জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা	দোহার	ঢাকা	মোঃ সেলিম সরকার ০১৭৬৭৯৬৫৫৪৮

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৪৩.	৬৬	সদরপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- সাড়ে সাতরশি ডাক + উপজেলা- সদরপুর জেলা-ফরিদপুর	সদরপুর	ফরিদপুর	আরব আলী ০১৭১৯৯০৮৬৪২
৪৪.	৬৭	বাবুগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-রহমতপুর ডাকা ও থানা-বাবুগঞ্জ বরিশাল	বাবুগঞ্জ	বরিশাল	এ.এস.এম. জসিম উদ্দিন ০১৭৬৭৮৬৪৩৫৩
৪৫.	৭১	চাঁপাই নবাবগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা মোনারমোড় রামকৃষ্ণপুর চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রাং ০১৭২১৩৩৪৩৬৪
৪৬.	৭২	শিবগঞ্জ (চাঁপাই) উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-কোর্টবাজার (তশিকুল এর বাড়ি) (৩য় তলা), শিবগঞ্জ চাঁপাই নবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ চাঁপাই	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	সঞ্জিব চৌধুরী ০১৭১৬৭৯২৪৭৭
৪৭.	৭৩	গোমস্তাপুর উন্নয়ন এলাকা রহমত পাড়া মহিলা কলেজের পাশে ডাকঘর-রহনপুর, উপজেলা- গোমস্তাপুর চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	মোঃ নুরুল ইসলাম ০১৭১০৬১৭৯৪৩
৪৮.	৭৪	মেহেরপুর উন্নয়ন এলাকা কাশারীপাড়া, মেহেরপুর	মেহেরপুর	মেহেরপুর	মোঃ ওসমান গনি ০১৭২১৭৫০৫২১
৪৯.	৭৫	গাংনী উন্নয়ন এলাকা গাংনী, মেহেরপুর	গাংনী	মেহেরপুর	মোঃ হাফিজুর রহমান ০১৯২১৭২৫৭৮৭
৫০.	৭৮	আমতলী উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- খন্তাকাটা ডাক - আমতলী, বরগুনা	আমতলী	বরগুনা	মোঃ নাসির উদ্দিন ০১৭৪৭০৪৯৩৬৭
৫১.	৮১	কোম্পানীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা কলেজ গেট, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	নোয়াখালী	মোঃ শহীদুল ইসলাম ০১৭৩৪৯২২২৬৩
৫২.	৮২	সোনাগাজী উন্নয়ন এলাকা শহর উদ্দিন ভবন ডাকবাংলা, সোনাগাজী, ফেনী	সোনাগাজী	ফেনী	শান্তি রঞ্জন শীল ০১৮৪৭২২৮৯৩৬
৫৩.	৮৫	চকোরিয়া উন্নয়ন এলাকা চকোরিয়া, কক্সবাজার	চকোরিয়া	কক্সবাজার	অশোক কুমার সুর ০১৭৪০৮৬১৬৬০
৫৪.	৮৭	গোপালগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- পাচুরিয়া, ডাক- গোপালগঞ্জ সদর জেলা-গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ	নীলিমা হালদার ০১৭১৬৫৯০৬৩৭
৫৫.	৯০	নবীনগর উন্নয়ন এলাকা জাহাঙ্গীর সজল ভবন (বেলজিয়াম ভবন) সরকারী কলেজ রোড, ডাক- নবীনগর জেলা-বি. বাড়ীয়া	নবীনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মোঃ শাহনেওয়াজ ০১৭৬২৩৪২৬৪২
৫৬.	৯১	গাজীপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম- চান্দনা, ডাক- চান্দনা চৌরাস্তা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর	গাজীপুর সদর	গাজীপুর	মোঃ আবিদুল হক ০১৭১৪৫০৪৪৭২
৫৭.	৯৫	সিংড়া উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-মাদারীপুর, উপজেলা-সিংড়া নাটোর	সিংড়া	নাটোর	মোঃ রফিকুল ইসলাম ০১৭১০৪৪১০১৩

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৫৮.	৯৭	ভাঙ্গুরা উন্নয়ন এলাকা মাস্টারপাড়া, ডাক- ভাঙ্গুরা, পাবনা	ভাঙ্গুরা	পাবনা	মোঃ আমিনুল ইসলাম ০১৭৮৪৮৬০৫২০
৫৯.	১০০	মঠবাড়ীয়া উন্নয়ন এলাকা মঠবাড়ীয়া সদর ডাক- মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর	মনি মোহন রায় ০১৭১৮৫৫৫৮৫২
৬০.	১১০	রাঙ্গামাটি উন্নয়ন এলাকা বনরূপা মৈত্রী বিহার এলাকা হাজি নুরুল হকের বাড়ি ডাক-রাঙ্গামাটি সদর	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	এস.এম. জামাল উদ্দিন ০১৭১৬৮৮৮৪৬১
৬১.	১১৫	নাটোর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-উত্তর বড়গাছা হাফ রাস্তা ডাক- নাটোর সদর, নাটোর	নাটোর সদর	নাটোর	মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন ০১৭১৭৩৮৭৭৩৯
৬২.	১১৭	নবাবগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা শুরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০	নবাবগঞ্জ	ঢাকা	মোঃ আলতাফ হোসেন ০১৮৬৬৯৭৩৯৩১
৬৩.	১১৮	সিরাজদিখান উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-সন্তোষপাড়া গোয়ালবাড়ী মোড় ডাক- রশুনীয়া উপজেলা-সিরাজদিখান, জেলা-মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ	মোঃ হারুন-অর-রশিদ ০১৯১৫৯৬৬০৫৪
৬৪.	১২১	ফটিকছড়ি উন্নয়ন এলাকা ডাকবাংলা মোড়, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন ০১৭১২৭২০১৫৬
৬৫.	১২৬	বিজয়নগর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-আমতলী ডাক-চান্দুরা, থানা-বিজয়গনগর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	বিজয়নগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মোঃ সেলিম মিয়া ০১৭৭৩৪৬৩১৩৪
৬৬.	১৩৮	গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকা বোর্ড বাজার, গাইবান্ধা সদর ডাক- গাইবান্ধা, গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর ও ফুলছুরি	গাইবান্ধা	আনন্দ মোহন মিস্ত্রি ০১৯৭৪৮৫২৭০০
৬৭.	১৪১	কেরানীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা রামেরকান্দা দেওয়ানবাড়ী ডাক- রোহিতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা	মোঃ সাহেব আলী ০১৯১৮৪১৪৮৩৬
৬৮.	১৪২	লৌহজং উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-বড় নওপাড়া, শেখ মঞ্জিল ডাকঘর- হাটভোগদিয়া, মুন্সীগঞ্জ	লৌহজং	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ আরিফুজ্জামান চৌধুরী ০১৭১৪০৯৯৩১৮
৬৯.	১৫৩	কয়রা উন্নয়ন এলাকা মদিনাবাদ কয়রা সদর থানার পিছনে	কয়রা	খুলনা	অমর কুমার দাস ০১৩১৮৪৯৩৯২৮
৭০.	১৫৮	খাগড়াছড়ি উন্নয়ন এলাকা (ইসলামি মাদ্রাসা সংলগ্ন) খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি	শুনয়ন চাকমা ০১৫৫৬৫৯৩৪৯০
৭১.	১৫৯	মানিকছড়ি উন্নয়ন এলাকা মানিকছড়ি বাজার ডাক- মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি	খাগড়াছড়ি	মোঃ আবুল হোসেন ০১৭১৪৪৮৮৩২৬
৭২.	১৬৫	ফরিদপুর সদর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-লাহিড়ীপাড়া সড়ক (গোয়ালচামট) ডাক-শ্রীঅঙ্গন উপজেলা ও জেলা-ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর	নুরুল ইসলাম ০১৭১৭৯৮১৮২৭

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৭৩.	১৭১	সীতাকুন্ডু উন্নয়ন এলাকা রহিম মঞ্জিল, কলেজ রোড মধ্য মহাদেবপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ডু	চট্টগ্রাম	রঞ্জিত চন্দ্র দাস ০১৮৩২৬২১১৫৮
৭৪.	১৭২	ফেনী উন্নয়ন এলাকা দাউদপুর চৌধুরী বাড়ী, ফেনী সদর, ফেনী	ফেনী সদর	ফেনী	মোঃ রফিকুল ইসলাম ০১৭১৬৮৪৯৮৭৯
৭৫.	১৮২	ভুজপুর উন্নয়ন এলাকা ডাক-নারায়নহাট ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	ভুজপুর	চট্টগ্রাম	দেলোয়ার হোসেন ০১৭২০৪৭৮১০৯
৭৬.	১৮৯	ধামরাই সদর উন্নয়ন এলাকা বাসা # এ/৪৪, লাকুরিয়াপাড়া ধামরাই সদর ধামরাই, ঢাকা	ধামরাই	ঢাকা	মোঃ জিল্লুর রহমান বিশ্বাস ০১৭১৪৩৯০৫৮৬
৭৭.	১৯০	রামগড় উন্নয়ন এলাকা মাস্টারপাড়া ডাক ও থানা-রামগড় খাগড়াছড়ি	রামগড়	খাগড়াছড়ি	সুজিত দেব রায় ০১৮৩৯৫৮২০৪৩
৭৮.	১৯১	পদ্মা উন্নয়ন এলাকা স্কুল রোড, হলদিয়া বাজার ডাক-হলদিয়া, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ	লৌহজং	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ নজরুল ইসলাম ০১৭২৮৩৯৯০৩৪
৭৯.	১৯২	মাটিরাঙা উন্নয়ন এলাকা চৌধুরীপাড়া, মাটিরাঙা বাজার উপজেলা-মাটিরাঙা খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙা	খাগড়াছড়ি	রনজিৎ কুমার সানা ০১৫৩১১৩০৪০০
৮০.	১৯৩	নাজিরহাট উন্নয়ন এলাকা কামাল চৌধুরী ম্যানশন (২য় তলা) ঝংকার, ডাক-নাজিরহাট ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম	মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ০১৭৮৪২৯৫৫৩৩
৮১.	১৯৪	আবাদপুকুর উন্নয়ন এলাকা ছাত্তার ভবন (৩য় তলা, একটেল টাওয়ার) ডাক-আবাদপুকুর বাজার উপজেলা-রানীনগর, জেলা-নওগাঁ	রানীনগর	নওগাঁ	মোঃ জেকের আলী ০১৭৯১৪০২৫৯০
৮২.	১৯৫	বুড়িগঙ্গা উন্নয়ন এলাকা আটিবাজার সিএনজি স্ট্যান্ড আটিবাজার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	ঢাকা	আব্দুস সোবহান ০১৭৮৫৯৯৩৫৫৪
৮৩.	১৯৬	টেকেরহাট উন্নয়ন এলাকা গোডাউন রোড, টেকেরহাট উত্তরপাড় ডাক- রাঘদি, গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	অমল চন্দ্র মন্ডল ০১৬২৫৯০৭৯১২
৮৪.	১৯৭	চরভদ্রাসন উন্নয়ন এলাকা তারা মিয়া মঞ্জিল (২য় তলা) বি.এস. ডাঙ্গী ডাক ও উপজেলা-চরভদ্রাসন জেলা-ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	ফরিদপুর	পরিতোষ চন্দ্র রায় ০১৭০৩৭১৫৯৩৯
৮৫.	১৯৮	মুক্তাঙ্গন উন্নয়ন এলাকা মেঘুলা বাজার জাহাঙ্গীর মার্কেট (২য় তলা) ডাক- মেঘুলা উপজেলা- দোহার, জেলা-ঢাকা	দোহার	ঢাকা	মোঃ মানিক হোসেন ০১৭১৭১১৩৭৯৬

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৮৬.	১৯৯	মোহনা উন্নয়ন এলাকা গ্রাম-চরকুশাই (খান বাজার) ডাক-জামালচর দোহার, ঢাকা	দোহার	ঢাকা	সুকুমার সন্যাসী ০১৭১৯৬৭৯৭১৪
৮৭.	২০০	মস্তফাপুর উন্নয়ন এলাকা গ্রাম+ডাক- মস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ড উপজেলা ও জেলা-মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর ও রাজৈর	মাদারীপুর	লক্ষণ চন্দ্র দাস ০১৭৩২০১১৯৮৯
৮৮.	২০১	রাজানগর উন্নয়ন এলাকা শেখেরনগর বাজার ডাক-শেখেরনগর, উপজেলা-সিরাজদিখান জেলা-মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদিখান	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ গোলাম মোস্তফা ০১৬৩২২৫৭৫২৭
৮৯.	২০২	বিক্রমপুর উন্নয়ন এলাকা ডাকঘর-হাসারা বাজার উপজেলা-শ্রীনগর, জেলা-মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ রফিকুল ইসলাম ০১৭১২৫৯৯৫৩২

৮.৩ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১.	৪	ধামরাই তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- শাহাবেলীস্বর ডাক-বেলীস্বর, ধামরাই, ঢাকা	ধামরাই	ঢাকা	মোঃ সিদ্দিক মিয়া ০১৭১২৭৬২৯৮১
২.	৫	মেহেন্দিগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম ও ডাক- উলানিয়া মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	বরিশাল	মোঃ ছালাম ০১৭৬৮৬৪৩৫৩
৩.	৬	ভোলা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা- ভোলা সদর, ভোলা	ভোলা সদর	বরিশাল	রুহুল আমীন ০১৭২৫৭৭৬৮১৩
৪.	৭	সাটুরিয়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম-কামতা, ডাক- কৈট্টা সাটুরিয়া মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ	শাহীনুর রহমান ০১৭১৭১১১৭২৫
৫.	৮	মাদারীপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দরগাখোলা রোড, ডাক-মাদারীপুর থানা ও জেলা- মাদারীপুর	মাদারীপুর	মাদারীপুর	ডেইজী আফরোজ ০১৭১৭১১১৭২৫
৬.	৯	ভৈরব তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক- কালিকাপ্রসাদ কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	কিশোরগঞ্জ	আবু শামা মোঃ বজলুল গনি বুলবুল ০১৭১৬৬৬৪৬০
৭.	১০	কালকিনি তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভুরঘাটা, ডাক-কালকিনি, মাদারীপুর	কালকিনি	মাদারীপুর	কাজী কামাল উদ্দিন ০১৭৬৭৪৩০৩৫৪
৮.	১১	কালিয়াকৈর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-কালিয়াকৈর, গাজীপুর	কালিয়াকৈর	গাজীপুর	তোফায়েল আহমেদ ০১৭১০৯৭৩৬৫০
৯.	১২	ঘিওর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাকঘর- ঘিওর, মানিকগঞ্জ	ঘিওর	মানিকগঞ্জ	ফাহমিদা আক্তার ০১৭১৭১৫২৫০২
১০.	১৩	বরিশাল তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম ও ডাক-কাশিপুর, বরিশাল	বরিশাল সদর	বরিশাল	সিরাজুল ইসলাম ০১৭৪৭৫০৭০৫৭
১১.	১৪	মির্জাপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-খলিয়াজানী, মির্জাপুর টাংগাইল	মির্জাপুর	টাংগাইল	মোঃ আনিসুল হক ০১৭৬৮৪৮১৮৫০
১২.	১৫	গাবতলী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-গাবতলী, বগুড়া	গাবতলী	বগুড়া	শাহীনুর রহমান ০১৭২৮৪৬০৫৮৮
১৩.	১৬	ডোমার তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- চিকন মাটি, ডাক- ডোমার জেলা-নীলফামারী	ডোমার	নীলফামারী	মোঃ আলহাজ উদ্দিন ০১৭১৬৬৩৫৭৭৬
১৪.	১৭	নাগরপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-নাগরপুর, টাংগাইল	নাগরপুর	টাংগাইল	মোশাররফ হোসেন ০১৭১২১১৬৬৩৫
১৫.	১৮	শ্রীনগর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- দেউলভোগ, গোল্ডেন সিটি ডাকঘর- ষোলঘর, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	শ্রীনগর	মুন্সীগঞ্জ	মোঃ শফিকুল ইসলাম ০১৭১২৬৫৪৬৭৩
১৬.	২০	মদন তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-মদন, নেত্রকোণা	মদন	নেত্রকোণা	এ.বি.এম মাহবুল-উল-আলম ০১৭২৮৪৬০৫৮৮
১৭.	২১	শিবগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-শিবগঞ্জ বগুড়া	শিবগঞ্জ	বগুড়া	শাহীনুর রহমান লিটন ০১৭২৮৪৬০৫৮৮

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
১৮.	২২	শ্রীপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-মাওনা, উপজেলা-শ্রীপুর, গাজীপুর	শ্রীপুর	গাজীপুর	শফিক আহমেদ ০১৭৮৯৯২৪৫৫০
১৯.	২৪	নড়াইল তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-নড়াইল, নড়াইল	নড়াইল সদর	নড়াইল	শেখ মোঃ রবিউল ইসলাম ০১৭১৬৩৫৩২৬৭
২০.	২৬	নাসিরনগর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম ও ডাক-নাসিরনগর, বি.বাড়ীয়া	নাসিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	অনুপ কুমার সাহা ০১৭১৭৪৯৩১৩৯
২১.	২৭	রামগতি তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম-চর আলেকজান্ডার ডাক-রামগতি, নোয়াখালী	রামগতি	নোয়াখালী	মোঃ ওমর ফারুক ০১৯১৭১২৬৬১৪
২২.	২৮	হরিরামপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম+পো:- দিয়াবাড়ী হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ	মোঃ লিয়াকত আলী ০১৭১১৪০৮৬১০
২৩.	২৯	কুলিয়ারচর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	কিশোরগঞ্জ	নাছিমা বেগম ০১৭১৮৮১৪৬২০
২৪.	৩০	পাকুন্দিয়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	কিশোরগঞ্জ	জাহানারা খাতুন ০১৭৩১৩৩১২১২৫
২৫.	৩১	আটপাড়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-আটপাড়া, নেত্রকোণা	আটপাড়া	নেত্রকোণা	খন্দকার আতাউর রহমান ০১৯২৮০৬০৫৯০
২৬.	৩২	গৌরনদী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক- গৌরনদী, বরিশাল	গৌরনদী	বরিশাল	মোঃ এনামুল হক শামীম ০১৭১৭৭৪৫৮২৪
২৭.	৩৩	ভাংগা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- হোগলাডাঙ্গী, সদরদী ডাক ও উপজেলা- ভাংগা, জেলা-ফরিদপুর	ভাংগা	ফরিদপুর	মোঃ মোকাদ্দেস আলী ০১৭১২৪৮৮৩৩৭
২৮.	৩৪	সিংগাইর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-সিংগাইর, মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ	আবুল কালাম আজাদ ০১৭৭১০৮৪২৪১
২৯.	৩৫	মুকসুদপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম ও ডাক-বাটিকামারী উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ	মোঃ ইয়াকুব শেখ ০১৭৩৩৬৯৯৩৩৪
৩০.	৩৬	হাতিয়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-হাতিয়া, নোয়াখালী	হাতিয়া	নোয়াখালী	মনজুরুল হক খান ০১৭২১৩৪৫৫৩৩
৩১.	৩৭	উলিপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-উলিপুর, কুড়িগ্রাম	উলিপুর	কুড়িগ্রাম	রিজওয়ানুস শামীম রাজিব ০১৭১৬৭৫৭৩৫০
৩২.	৩৮	দেবীগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়	মোঃ কামরুজ্জামান সামাদ ০১৬২০১৮২২৬৩৭
৩৩.	৩৯	উজিরপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উজিরপুর, বরিশাল	উজিরপুর	বরিশাল	সিরাজুল ইসলাম ০১৭৪৭৫০৭০৫৭
৩৪.	৪১	হোসেনপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	কিশোরগঞ্জ	মোঃ সোহাগ ০১৭৬৮৫৯৭৯৯০
৩৫.	৪২	দৌলতপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম-চক মিরপুর, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	মানিকগঞ্জ	মুহাম্মদ এনামুল হক শামীম ০১৭২৭৭৫৬১০৪
৩৬.	৪৩	দেলদুয়ার তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা- দেলদুয়ার টাংগাইল	দেলদুয়ার	টাংগাইল	রাশেদা পারভীন ঝর্ণা ০১৭৩১৪২০০০৭
৩৭.	৪৫	বাসাইল তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-বাসাইল, বাসাইল সদর টাংগাইল	বাসাইল	টাংগাইল	মোঃ সাফায়েত হোসেন ০১৭২৫৭১০৯২৭

ক্র.	কোড	উন্নয়ন এলাকার নাম ও ঠিকানা	উপজেলা	জেলা	ব্যবস্থাপকের নাম ও মোবাইল নং
৩৮.	৪৬	সখিপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পোঃ + উপজেলা- সখিপুর, টাংগাইল	সখিপুর	টাংগাইল	মোঃ রতন মিয়া ০১৭১৮৭৫৪২২৫
৩৯.	৪৭	রায়গঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	রাবেয়া আক্তার ০১৭২৬৯৩১৯৬৭
৪০.	৪৮	ভালুকা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভালুকা, ময়মনসিংহ	ভালুকা	ময়মনসিংহ	বিমল চন্দ্র ০১৭২৭৩৪৫৯৯০
৪১.	৪৯	বোরহারউদ্দিন তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বোরহানউদ্দিন, ভোলা	বোরহানউদ্দিন	ভোলা	আব্দুল মালেক ০১৭২৪১৮৪৮৭৮
৪২.	৫০	পলাশবাড়ী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পলাশবাড়ী, গাইবান্দা	পলাশবাড়ী	গাইবান্ধা	মোঃ কামরুজ্জামান সামাদ ০১৬২০১৮২২৩৬৭
৪৩.	৫১	নওগাঁ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নওগাঁ, নওগাঁ	নওগাঁ সদর	নওগাঁ	মোঃ আনোয়ার হোসেন ০১৭৫৪৬১০০৫০
৪৪.	৫২	বাঘারপাড়া তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাঘারপাড়া, যশোর	বাঘারপাড়া	যশোর	রবিউল ইসলাম ০১৭১৬৩৫৩২১৭
৪৫.	৫৩	বাঁশখালী তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উপজেলা বাজার, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	চট্টগ্রাম	সজল চন্দ্র দেবনাথ ০১৯২৫০১৪১৪০
৪৬.	৫৪	শিবালয় তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-শিবালয়, মানিকগঞ্জ	শিবালয়	মানিকগঞ্জ	আবুল কালাম আজাদ ০১৭৪২৪৫২৬৯
৪৭.	৫৬	আগৈলঝরা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক-আগৈলঝরা, বরিশাল	আগৈলঝরা	বরিশাল	এনামুল হক শামীম ০১৭১৭৭৪৫৮২৪
৪৮.	৬৬	সদরপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- সাড়ে সাতরশি, ডাক-ফরিদপুর	সদরপুর	ফরিদপুর	আরব আলী ০১৭১৯৯০৮৬৪২
৪৯.	৬৭	বাবুগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রহমতপুর, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	বাবুগঞ্জ	বরিশাল	এ.এস.এম. জসিম উদ্দিন ০১৭৬৭৮৬৪৩৫৩
৫০.	৭০	বাজিতপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা- বাজিতপুর	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ	মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ০১৭১৭৯৪৪৭৮৯
৫১.	৮৭	গোপালগঞ্জ তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রাম- পাচুরিয়া, ডাক- গোপালগঞ্জ সদর জেলা-গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ	নীলিমা হালদার ০১৭১৬৫৯০৬৩৭
৫২.	৮৮	শাহজাদপুর তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ডাক ও উপজেলা-শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ	মোঃ আব্দুর রশিদ ০১৭১৬০৩৯০১৭
৫৩.	৯৭	ভাঙ্গুরা তৃণমূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাস্টারপাড়া, ডাক- ভাঙ্গুরা, পাবনা	ভাঙ্গুরা	পাবনা	আমিনুল ইসলাম ০১৭৮৪৮৬০৫২০

৮.৪ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ৩৭, ব্রাহ্মপল্লী, ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মোঃ শাহজাহান মোল্লা সহকারী পরিচালক ও টিম লিডার ০১৭৩৩৫১৮৬৩৩ এস.এম. মাফজুজুর রহমান হিসাব কর্মকর্তা ০১৭১৬৪০৪১৬৪

৮.৫ অডিট রিপোর্ট (অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯)

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Receipts & Payments
For the year ended June 30, 2019

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2019	30-06-2018
Opening Balance		**4,689,293**	**6,824,899**
Cash in Hand		1,094,084	2,547,073
Cash at Bank		3,595,209	4,277,825
Receipts:		**5,435,510,765**	**4,126,068,086**
Current Account	26	4,478,338	35,657,632
Stamp in Hand		-	-
Service Charges on Loan	27	503,016,011	405,364,272
Bank Interest		64,725	75,774
Sale of Project Form	28	917,161	816,150
Sale of Pass Book	29	841,549	647,685
Others Income	30	668,467	9,567,126
Loan Realisation	8	3,528,963,687	2,621,446,068
Loan Insurence Premium	25	40,387,881	30,395,881
Savings Deposits	31	1,329,360,778	1,016,247,092
Advance	32	4,670,120	2,287,589
Loan & Other Deposit	33	4,699,815	889,447
Miscellaneous & Other Deposit	34	3,238,603	268,151
Payable to Staff Welfare Fund	35	14,203,630	2,405,220
Total Receipts		**5,440,200,058**	**4,132,892,985**
Payments:		**5,434,416,712**	**4,128,203,692**
Loan Disburstment	8	4,299,630,500	2,964,808,619
Savings Withdrawal	36	679,247,956	636,041,915
Dividend to Groups Savings	37	15,347,221	4,480,541
Salaries & Allowances	38	331,383,986	294,723,941
Incentive to Staff	39	4,238,948	1,766,068
Office Rent		6,558,157	11,329,235
Printing & Stationary	40	2,592,212	3,049,286
Travel Transport		18,701,273	19,021,407
Travel Perdium		1,237,855	1,046,450
Telephone & Postage	41	3,201,886	3,559,494
Repairs & Renewals		3,043,853	806,655
Office Maintenance		934,636	892,851
Hospitality		2,297,199	2,735,088
Newspaper & Periodicals		258,308	258,888
Bank Charges/ DD Charges		318,578	277,201

6

Islam Quazi Shafique & Co. Dhaka Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Receipts & Payments
For the year ended June 30, 2019

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2019	30-06-2018
Professional Expenses		1,266,504	2,945,396
Audit Fees		360,000	-
Gas & Electricity		28,100	-
Training Expenses	42	2,176,804	2,434,765
Vechicle Maintenance	43	116,200	374,400
Compensation Paid	44	19,504,795	3,887,393
Registration Fee		3,000	-
Utilities		1,876,908	1,811,218
Other Operating Expenses	45	4,074,080	2,251,038
Land Development		53,370	178,915
Office Building		203,925	16,600
Furnitures, Fixture & Furnishing	46	1,061,816	578,781
Office Equipment	47	1,221,124	772,180
Advance	48	1,158,184	1,675,503
Loan & Others	49	13,572,139	5,804,125
Payable to SWF & Others	50	3,544,743	5,235,393
Current Account	26	15,202,452	155,440,346
Closing Balance		**5,783,347**	**4,689,293**
Stamp in Hand		160	-
Cash in Hand		1,511,462	1,094,084
Cash at Bank		4,271,724	3,595,209
Total Payments		**5,440,200,058**	**4,132,892,985**

These financial statements should be read in conjunction with annexed notes.

Director (Finance, Accounts & FSD)

Chief Executive Officer

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

Dated; Dhaka
December 8, 2019

Islam Quazi Shafique & Co. Dhaka Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Financial Position
As at June 30, 2019

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2019	30-06-2018
Properties & Assets			
A. Non-Current Assets		**1,114,480,209**	**1,117,892,833**
Property, Plant & Equipment	6	1,112,937,459	1,116,350,083
Long Term Investments (FDR)	7	1,542,750	1,542,750
B. Current Assets:		**3,107,741,946**	**2,315,196,763**
Loan to Group Members	8	2,613,339,880	1,842,673,067
Other Loan (Short Term)	9	159,429,708	145,857,569
Account Receivables	10	19,560,127	19,560,127
Advance, Deposits & Prepayments	11	309,628,885	302,416,706
Stamp in Hand		160	-
Cash & Cash Equivalents	12	5,783,187	4,689,293
Total Properties & Assets (A+B)		**4,222,222,155**	**3,433,089,595**
Capital Fund & Liabilities			
C. Capital Fund		**(1,043,948,554)**	**(1,039,249,648)**
Cumulative Surplus	13	(1,043,948,554)	(1,039,249,648)
D. Non-Current Liabilities		**957,023,648**	**957,023,648**
Loan from PKSF	14	752,166,647	752,166,647
Loan from Other (Long Term)	15	204,238,694	204,238,694
Loan from Commercial Banks (Long Term)	16	618,307	618,307
E. Current Liabilities		**4,309,147,061**	**3,515,315,595**
Members Savings Deposits	17	2,599,826,584	1,870,805,664
Account Payables	18	45,460,578	48,816,918
Loan Loss Provision	19	49,729,474	38,980,398
Payable to SWF	20	581,635,182	567,518,216
Interest on Loan Payable	21	141,676,586	141,676,586
Loans & Liabilities	22	341,987,064	337,388,987
Security & Other Deposits	23	271,234,725	267,996,122
Compensation Fund	24	132,274,308	117,693,230
Loan Insurance Fund	25	145,322,560	124,439,474
Total Capital Fund & Liabilities (C+D+E)		**4,222,222,155**	**3,433,089,595**

These financial statements should be read in conjunction with annexed notes.

Director (Finance, Accounts & FSD)

Chief Executive Officer

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

Dated; Dhaka
December 8, 2019

Islam Quazi Shafique & Co. Dhaka Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants.

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2019

(Amount in Taka)

Particulars	Notes	30-06-2019	30-06-2018
Income:			
Service Charges on Loan		503,016,011	405,364,272
Bank Interest		64,725	75,774
Sales of Project Form		917,161	816,150
Sale of Pass Book		841,549	647,685
Others		668,467	9,567,126
Total Income		**505,507,913**	**416,471,007**
Expenditure:			
Interest on Member's Savings		108,836,397	60,611,886
Salaries & Allowances		331,383,986	294,723,941
Incentive to Staff		4,238,948	1,766,068
Office Rent		6,558,157	11,329,235
Printing & Stationary		2,592,212	3,049,286
Travel Transport		18,701,273	19,021,407
Travel Perdium		1,237,855	1,046,450
Telephone & Postage		3,201,886	3,559,494
Repairs & Renewals		3,043,853	806,655
Office Maintenance		934,636	892,851
Gas & Electricity		28,100	-
Hospitality		2,297,199	2,735,088
Audit Fees		360,000	100,000
Vat Payable		-	2,315,000
Newspaper & Periodicals		258,308	258,888
Bank Charges/ DD Charges		318,578	277,201
Training Expenses		2,176,804	2,434,765
Vechicle maintenance		116,200	374,400
Registration Fee		3,000	-
Utilities		1,876,908	1,811,218
Other Operating Expenses		4,074,080	2,251,038
Loan Loss Provision		10,749,076	-
Proffessional Fees		1,266,504	2,945,396
Dividend Paid		-	-
Depreciation		5,952,859	5,934,668
Total Expenditure		**510,206,820**	**418,244,935**
Excess/(Deficit) of Income over Expenditure		(4,698,906)	(1,773,929)
Grand Total		**505,507,913**	**416,471,007**

These financial statements should be read in conjunction with annexed notes.

Director (Finance, Accounts & FSD) **Chief Executive Officer**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated; Dhaka
December 8, 2019

Islam Quazi Shafique & Co.
Chartered Accountants

Islam Quazi Shafique & Co. Dhaka Chartered Accountants

বর্তমান প্রধান কার্যালয়
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মুঠোফোন : +৮৮০ ১৮৮৮০০০২৮৫- ৬
ওয়েব : www.proshikabd.com
ই-মেইল : proshika.muk.acfhd@gmail.com
pmuk@proshikabd.com